রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ১৬, ২০১০

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ শ্রাবণ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১২ আগস্ট ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৯৮-আইন/২০১০।—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

প্রথম অধ্যায়

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) "আইন" অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন);

(২) "আইন প্রয়োগকারী সংস্থা" অর্থ ধারা ২(১) এ সংজ্ঞায়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা;

(৩) "আচরণ বিধিমালা" অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০;

(৪) "ইউনিয়ন পরিষদ" বা "পরিষদ" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ;

মূল্য ঃ টাকা ৫০.০০

(৫) "ওয়ার্ড" অর্থ ধারা ৩ এ উল্লিখিত ওয়ার্ড;

(৬) "কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(৭) "চেয়ারম্যান" অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান;

(৮) "জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা" অর্থ নির্বাচন ও অন্যান্য কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা;

(৯) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(১০) "ধারা" অর্থ আইনের ধারা;

(১১) "নির্ধারিত" অর্থ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত;

(১২) "নির্বাচিত প্রার্থী" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যাহাকে আইনের ধারা ১০ এর বিধান এবং এই বিধিমালার অধীন চেয়ারম্যান অথবা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছে মর্মে ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে;

(১৩) "নির্বাচন" অর্থ চেয়ারম্যান এবং সদস্য পদের প্রত্যক্ষ নির্বাচন;

(১৪) "নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ আইনের ধারা ২৩ এর অধীন গঠিত নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল;

(১৫) "নির্বাচনী এজেন্ট" অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৪ এর অধীন নিয়োগকৃত নির্বাচনী এজেন্ট;

(১৬) "নির্বাচনী এলাকা" অর্থ চেয়ারম্যান, বা ক্ষেত্রমত, সদস্য পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমানা নির্ধারিত কোন এলাকা;

(১৭) "নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল" অর্থ আইনের ধারা ২৩ এর অধীন গটিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল;

(১৮) "নির্বাচনী দরখাস্ত" অর্থ বিধি ৫৩ এর অধীন দাখিলকৃত কোন নির্বাচনী দরখাস্ত;

(১৯) "পোলিং অফিসার" অর্থ একটি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে বিধি ৮ এর অধীন নিয়োগকৃত কোন পোলিং অফিসার;

(২০) "পোলিং এজেন্ট" অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৫ এর অধীন নিয়োগকৃত পোলিং এজেন্ট;

(২১) "প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি চেয়ারম্যান অথবা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;

(২২) "প্রার্থী" অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যাহার নাম চেয়ারম্যান অথবা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে;

(২৩) "প্রার্থীতা প্রত্যাহারের তারিখ" অর্থ প্রার্থীতা প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে বিধি ১০ এর অধীন নির্ধারিত কোন তারিখ বা উহার পূর্বের যে কোন তারিখ;

(২৪) "প্রিজাইডিং অফিসার" অর্থ কোন ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে বিধি ৮ এর অধীন নিয়োগকৃত প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৫) "ফরম" অর্থ বিধিমালার 'তফসিল-১' এ বিধৃত ফরম;

(২৬) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(২৭) "বাছাইয়ের তারিখ" অর্থ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বিধি ১০ এর অধীন নির্ধারিত তারিখ;

(২৮) "ভোটার" অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যাহার নাম সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে;

(২৯) "ভোটার তালিকা" অর্থ ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা এবং উক্ত আইনের ধারা ৭ এর অধীন একটি ওয়ার্ডের ভোটার তালিকা;

(৩০) "ভোটগ্রহণের তারিখ" অর্থ নির্বাচনের জন্য বিধি ১০ এর অধীন নির্বারিত ভোটগ্রহণের তারিখ:

(৩১) "ভোটচিহ্ন প্রদান কক্ষ" অর্থ ভোটকক্ষের মধ্যে রক্ষিত একটি ছোট টেবিলসহ এমন একটি পর্দা ঘেরা স্থান যেখানে একজন ভোটার অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া ব্যালট পেপারে ভোটচিহ্ন প্রদান করিতে পারেন;

(৩২) "মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ" অর্থ প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে বিধি ১০ এর অধীন নির্ধারিত মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ;

(৩৩) "রিটার্নিং অফিসার" অর্থ বিধি ৫ এর অধীন নিযুক্ত একজন রিটর্নিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোন সহকারী নিটার্নিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩৪) "সদস্য" অর্থ পরিষদের সংরক্ষিত অথবা সাধারণ আসনের সদস্য;

(৩৫) "সংরক্ষিত আসন" অর্থ আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত সদস্যের আসন; এবং

(৩৬) "সাধারণ আসন" অর্থ সংরক্ষিত আসন ব্যতীত, আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সাধারণ সদস্যের আসন।

৩। **কমিশন ও উহাকে সহায়তা প্রদান।**—(১) কমিশন, আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে এই বিধিমালার অধীন সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(২) কমিশন এই বিধিমালার অধীন উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য রাষ্ট্রের যে কোন ব্যক্তি বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে নির্দেশিত হইলে, উক্ত ব্যক্তি বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশিত দায়িত্ব পালন বা উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নির্বাচন পরিচালনা

৪। **ভোটার তালিকা প্রণয়ণ।**—(১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ভোটার তালিকা এইরূপ প্রণয়ন করিতে হইবে যেন প্রতিটি ওয়ার্ডের পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণের জন্য পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা থাকে।

৫। **রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ।**—(১) জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে বা, ক্ষেত্রমত, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে একজন করিয়া কর্মকর্তাকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একজন কর্মকর্তাকে দুই বা ততোধিক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা যাইবে।

(২) জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য সরকার বা যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) সহকারী রিটার্নিং অফিসার এই বিধিমালার অধীন রিটার্নিং অফিসারের কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তা করিবেন এবং তিনি রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ ও কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্তসাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

৬। **কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রত্যাহার**।—(১) কমিশন, নির্বাচনের সময়, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে, বা অন্য কোন সরকারী বা কোন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে, যিনি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা, ভোট প্রদান বা গ্রহণে বাধা বা প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন বা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চালান অথবা কোন ভোটারের ভোট প্রদানে হস্তক্ষেপ করেন বা করিবার চেষ্টা চালান অথবা কোনভাবে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা বা কোন ভোটারকে প্রভাবিত করেন অথবা নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার লক্ষ্যে অন্য কোন কাজ করেন, তাহাকে প্রত্যাহার করিয়া নিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ প্রত্যাহারকৃত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুসারে কমিশন কর্তৃক কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রত্যাহার করা হইলে—

(ক) কমিশন, উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তৎক্ষণাৎ উক্ত ভোটকেন্দ্র বা নির্বাচনী এলাকা ত্যাগ করিবার এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকার বাহিরে থাকিবার নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং

(খ) কমিশন উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর দফা (ক) এ প্রদত্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে যদি উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় অন্য কোন সরকারী দায়িত্ব পালনরত থাকেন, তাহা হইলে, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার ছুটি বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৭। **ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ**।—(১) জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রস্তাবিত ভোটকেন্দ্রসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত তালিকায় উল্লিখিত প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যে সকল এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করিবেন সেই সকল এলাকার নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন।

(২) জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এর অধীন স্থাপিত ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রয়োজনে সংশোধন বা পরিবর্তন সাপেক্ষে চূড়ান্ত করিবেন এবং উক্ত চূড়ান্ত তালিকার কপি ভোটগ্রহণের তারিখের অন্যূন ২৫ (পঁচিশ) দিন পূর্বে স্থানীয়ভাবে তাহার নিজ কার্যালয়, উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবেন এবং একই সাথে চূড়ান্ত তালিকা সংশ্লিষ্ট উপ-নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে কমিশনের নিকটও প্রেরণ করিবেন।

(৩) কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা পরিবর্তন করা যাইবে না।

(৪) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে এইরূপ স্থানকে ভোটকেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে না।

(৬) পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ যাহাতে পৃথকভাবে ভোট প্রদান করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকক্ষের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং প্রতিটি ভোটকক্ষে ভোটচিহ্ন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থান রাখিতে হইবে।

(৭) কোন প্রার্থীর মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থানে কোন ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে না।

৮। **প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, ইত্যাদির প্যানেল প্রস্তুত, নিয়োগ ও দায়িত্ব**।—(১) রিটার্নিং অফিসার, তাহার অধিক্ষেত্রভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারের প্যানেল প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার এবং, প্রয়োজনে, অন্য এলাকার সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে, তিনি যে শ্রেণী উল্লেখ করিবেন সেই শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের একটি তালিকা সরবরাহ করিবার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন এবং অনুরূপ অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ রিটার্নিং অফিসারকে তদ্‌নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের একটি তালিকা সরবরাহ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার প্যানেল প্রস্তুত করিবার পর, প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরী কমিশনে ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের নিকট লিখিত অনুরোধ করিবেন এবং উহার একটি কপি কমিশনে প্রেরণ করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্যানেল হইতে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন ব্যক্তিকে প্রিজাইডিং অফিসার বা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যিনি কোন প্রার্থীর আত্মীয় বা তাহার অধীন বা পক্ষে কর্মরত আছেন বা ছিলেন।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুসারে ভোটগ্রহণ পরিচালনা করিবেন এবং ভোটকেন্দ্রের শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে থাকিবেন।

(৫) ভোটগ্রহণ চলাকালে প্রিজাইডিং অফিসার তদ্‌কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উক্তরূপ অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন।

(৬) এই বিধিমালার অধীন প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করা প্রত্যেক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের কর্তব্য হইবে।

(৭) প্রিজাইডিং অফিসার কোন ঘটনা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করিতে পারে বলিয়া মনে করিলে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৮) কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার তাহার কর্তব্য পালনের জন্য ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে এমন কোন ব্যক্তিকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন যিনি নিজে কোন প্রার্থী নহেন, বা কোন প্রার্থীর সহিত সম্পর্কযুক্ত নহেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার কোন পোলিং অফিসারের অনুপস্থিতি, উহার কারণ এবং অনুরূপ অনুপস্থিতির কারণে তদস্থলে অপর কোন ব্যক্তিকে নিয়োগের বিষয় ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর, যথাশ্রীঘ্র সম্ভব, রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৯) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে বা উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার তাহার অনুপস্থিতি বা অক্ষমতার কারণ, যথাশ্রীঘ্র সম্ভব, রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারগণের বা পোলিং অফিসারগণের মধ্য হইতে যে কোন একজনকে উক্ত প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

(১০) রিটার্নিং অফিসার, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, ভোটগ্রহণ চলাকালে যে কোন সময়, যে কোন প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসারকে তাহার দায়িত্ব পালন হইতে বিরত থাকিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আদেশ প্রদানের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৯। **ভোটার তালিকা সরবরাহ**।—(১) কমিশন প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার অব্যবহিত পরেই উক্ত এলাকার ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবে।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে সরবরাহ করিবেন।

১০। **নির্বাচনের বিভিন্ন কার্যক্রমের তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি**।—(১) কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, সরকারী গেজেটে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিম্নবর্ণিত তারিখসমূহ নির্ধারণ করিবেন, যথা ঃ—

(ক) যে তারিখে বা যে তারিখের পূর্বে প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন;

(খ) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ;

(গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ; এবং

(ঘ) ভোটগ্রহণের তারিখ, যাহা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখের অন্ততঃ পনের (১৫) দিন পরে হইবে।

(২) জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার তাহার কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্যে স্থানে উক্ত প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি টাঙ্গাইয়া দিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপন জারীর প্রয়োজন হইবে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসার, তদ্‌কর্তৃক সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত সময়ের ব্যবধান রাখিয়া, মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, বাছাইয়ের তারিখ, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ ও ভোটগ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত নোটিশ বোর্ড ও স্থানসমূহে টাঙ্গাইয়া জারী করিবেন।

১১। **মনোনয়নপত্র আহ্বানের নোটিশ**।—বিধি ১০ এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর, রিটার্নিং অফিসার, জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে, নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের আহ্বান জানাইয়া, যথাশীঘ্র সম্ভব, একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকিবে।

১২। **মনোনয়ন**।—(১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের অন্য কোন ভোটার ধারা ২৬(১) এর অধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন।

(২) ধারা ২৬(১) এর অধীন সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকিলে—

(ক) ধারা ১০ এ উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদের জন্য ধারা ৩ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন সমন্বিত ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত সমন্বিত ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কোন মহিলার নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন।

(খ) ধারা ১০ এ উল্লিখিত নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য পদের জন্য ধারা ৩ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন।

(৩) ধারা ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে, মনোনয়নপত্র—

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক' কোন সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' এবং সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-২' এ দাখিল করিতে হইবে;

(খ) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে; এবং

(গ) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করিতে হইবে, যথা ঃ—

(অ) বিধি ১৩ অনুসারে জামানতের টাকা জমা প্রদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান অথবা ব্যাংকের রসিদ অথবা পে-অর্ডার অথবা রিটার্নিং অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত রসিদ;

(আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ধারা ২৬(২) বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে তিনি অযোগ্য নহেন মর্মে তাহার স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র; এবং

(ই) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা থাকিবে যে, তাহাদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসাবে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করেন নাই।

(৪) কোন ভোটার প্রস্তাবকারী হিসাবে অথবা সমর্থনকারী হিসাবে চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত আসনের সদস্য বা সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটির অধিক মনোনয়নপত্রে তাহার নাম ব্যবহার করিবেন না এবং যদি কোন ভোটার অনুরূপ একাধিক মনোনয়নপত্রে তাহার নাম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে এইরূপ সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক উহা দাখিলের নির্ধারিত একটি তারিখে বা উহার পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিবেন।

(৬) কোন ব্যক্তি একই নির্বাচনী এলাকার জন্য একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৭) কোন ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করিলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত প্রথম বৈধ মনোনয়নপত্র ব্যতীত অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

(৮) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর দিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

(৯) রিটার্নিং অফিসার তদ্‌কর্তৃক প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্র সম্পর্কে উহাতে বর্ণিত প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর নাম ও ভোটার নম্বর ফরম-'ঘ' অনুসারে প্রস্তুত করিয়া তাহার কার্যালয়ে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন কোন স্থানে টাঙ্গাইয়া দিবেন।

১৩। **জামানত।**—(১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে জামানত হিসাবে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা এবং সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১ (এক) হাজার টাকা ট্রেজারী চালান, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে অথবা রিটার্নিং অফিসারের নিকট নগদে জমা প্রদান করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করা হইলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত টাকা জমা দেওয়া না হইলে, রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবেন না।

(৩) রিটার্নিং অফিসার এই বিধির অধীন নগদে বা অন্য কোনভাবে জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম 'খ' তে বিধৃত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) এই বিধির অধীন নগদ টাকা জমা দেওয়া হইলে উহার স্বীকৃতিস্বরূপ রিটার্নিং অফিসার ফরম-"গ" তে একটি রসিদ প্রদান করিবেন এবং উক্ত টাকা সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারী অথবা সোনালী ব্যাংকের কোন শাখায় জমা করিবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, কোন প্রার্থী এই বিধির অধীন সংশ্লিষ্ট খাতে টাকা জমা প্রদান করিবেন।

১৪। **মনোনয়নপত্র বাছাই।**—(১) প্রার্থীগণ, তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি, মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করিবার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১২ এর অধীন তাঁহার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন বাছাইয়ের সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সন্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মনোনয়নের ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার স্বীয় উদ্যোগে, অথবা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-বিধি (২) এর অধীন উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে, তদ্‌বিবেচনায় সংক্ষিপ্ত তদন্ত পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে,—

(ক) প্রার্থী চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য হিসাবে মনোনীত হইবার যোগ্য নহেন;

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করিবার যোগ্য নহেন;

(গ) বিধি ১২ বা বিধি ১৩ এর কোন বিধান পালন করা হয় নাই;

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক নহে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে,—

(অ) বাতিলকৃত কোন মনোনয়নপত্র কোন প্রার্থীর বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ করিবে না;

(আ) রিটার্নিং অফিসার গুরুতর নহে এইরূপ কোন ত্রুটির কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না এবং অনুরূপ ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধন করিবার জন্য সুযোগ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(৪) রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত প্রত্যয়ন করিবেন এবং বাতিলের ক্ষেত্রে উহার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৫। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।**—(১) বিধি ১৪(৩) এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হইলে উক্ত প্রার্থী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) কোন প্রার্থী বা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা, বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (৪) এর অধীন মনোনয়নপত্র গ্রহণ সম্পর্কে প্রদত্ত রিটার্নিং অফিসারের আদেশে সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত প্রার্থী বা কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল, সরাসরি অথবা যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর, আপীল দায়েরের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং অনুরূপ আপীলের ক্ষেত্রে আপীলকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১৬। **মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ।**—(১) রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিবেন।

(২) বিধি ১৫ এর অধীন যদি কোন আপীল দায়ের করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত আপীলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর, উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের নামের চূড়ান্ত তালিকা ফরম "ঘ-১" তে প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবেন।

১৭। **প্রার্থীতা প্রত্যাহার।**—(১) বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী তদকর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত নোটিশ, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন বা উহার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে তদ্‌কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত কোন প্রতিনিধি মারফত দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কোন নোটিশ কোন অবস্থাতেই প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রার্থীতা প্রত্যাহারের কোন নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া রিটার্নিং অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নোটিশে প্রদত্ত স্বাক্ষর প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত, তাহা হইলে তিনি নোটিশের একটি কপি তাহার কার্যালয়ের সহজে দৃষ্টি গোচরে আসে এমন কোন স্থানে টাংগাইয়া দিবেন।

১৮। **কতিপয় কারণে নির্বাচন কার্যক্রম বাতিল বা স্থগিতকরণে রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা।**—মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই বা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে নির্ধারিত তারিখে সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে তিনি উক্তরূপ কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারিবেন এবং কমিশনের অনুমোদনক্রমে, উক্তরূপ স্থগিত কার্যক্রম, প্রয়োজন হইলে, পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা নূতন তারিখ ধার্য করতঃ সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

১৯। **প্রতীক বরাদ্দ।**—(১) কোন পদের জন্য একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকিলে প্রত্যেক প্রার্থী—

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, তফসিলে ২;

(খ) সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, তফসিল ৩; এবং

(গ) সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, তফসিল ৪

এ উল্লিখিত প্রতীকসমূহের মধ্য হইতে তাহার পছন্দমত যে কোন একটি নির্বাচনী প্রতীক মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করিবেন।

(২) নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে, প্রার্থীগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রিটার্নিং অফিসার যতদুর সম্ভব, প্রার্থীগণের পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উক্ত প্রতীক বরাদ্দ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে, লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) কোন নির্বাচনে প্রার্থির সংখ্যা তফসিল ২, ৩ বা, ক্ষেত্রমত, ৪ এ প্রদত্ত তালিকায় উল্লিখিত প্রতীক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইলে কমিশন উক্ত তালিকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নূতন প্রতীক সংযোজন করিতে পারিবে।

(৪) কমিশন যেভাবে নির্দেশ প্রদান করিবে, সেইভাবে রিটার্নিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজাইয়া তাহাদের বিপরীতে বরাদ্দকৃত প্রতীক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া প্রকাশ করিবেন।

২০। **ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু।**—ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থীর মৃত্যু হইলে ভোটগ্রহণ অবশিষ্ট প্রার্থীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

২১। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন।**—ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত বা সাধারন আসনের কোন ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনে বিধি ১৪ এর অধীন বাছাইয়ের পর বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী অথবা বিধি ১৭ এর অধীন প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা কেবলমাত্র একজন হইলে রিটার্নিং অফিসার বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রার্থীতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখের পর, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা উক্ত প্রাথীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং কমিশনের নিকট ফরম "ঙ" তে একটি বিবরণী প্রেরণ করিবেন এবং তাহার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে উহার কপি টাংগাইয়া দিবেন।

২২। **প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক নির্বাচন।**—(১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত বা সাধারণ আসনের কোন ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হইলে উক্ত পদের জন্য ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন ভোটগ্রহণের নির্ধারিত তারিখের অন্ততঃ দশ দিন পূর্বে উপ-বিধি (২) অনুসারে প্রস্তুতকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়ে নিম্নবর্ণিত স্থানে প্রকাশ করিবেন, যথা ঃ—

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এবং উক্ত ইউনিয়নের প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে; এবং

(খ) সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে।

(২) রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম ও ঠিকানা এবং বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম সম্বলিত একটি তালিকা ফরম "চ" অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রস্তুত করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত তারিখের পরের দিন, কমিশন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্টকে ফরম "চ" অনুযায়ী প্রকাশিত তালিকার একটি অনুলিপি সরবরাহ করিবেন।

২৩। **ব্যালট এর মাধ্যমে ভোট।**—বিধি ২১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিধি ১৭ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হইলে এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতিতে গোপন ব্যালট এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

২৪। **নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ।**—(১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, চেয়ারম্যানে হিসাবে নির্বাচনের জন্য যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সদস্য হিসাবে নির্বাচনের যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী লিখিতভাবে যে কোন সময়ে, তদ্‌কর্তৃক নিয়োগকৃত নির্বাচনী এজেন্ট বাতিল করিতে পারিবেন, এবং এইরূপে বাতিল করা হইলে অথবা নির্বাচনী এজেন্টের মৃত্যু ঘটিলে, উক্ত প্রার্থী উপ-বিধি (১), বা ক্ষেত্রমত, উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসারে অন্য কোন ব্যক্তিকে তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

(৪) কোন নির্বাচনী এজেন্টকে নিয়োগদান করা হইলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উক্ত নির্বাচনী এজেন্টের নাম, পিতার বা স্বামীর নাম, মাতার নাম ও ঠিকানাসহ নির্বাচনী এজেন্টের স্বাক্ষর সত্যায়ন করিয়া অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে ফরম-"জ" অনুসারে রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) এই বিধির অধীন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ না করিলে, তিনি নিজেই তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বলিয়া গণ্য হইবেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে, যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার বিধানাবলী তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৫। **পোলিং এজেন্ট নিয়োগ।**—(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, ভোটগ্রহণ আরম্ভ হইবার পূর্বে, প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার তালিকাভুক্ত ভোটারদের মধ্য হইতে অনধিক একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) কোন পোলিং এজেন্ট নিয়োগদান করা হইলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট উক্ত পোলিং এজেন্টের নাম, পিতার বা স্বামীর নাম, মাতার নাম এবং ঠিকানাসহ অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে ফরম-"জ-১" অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ফরম-"জ-২" অনুসারে পোলিং এজেন্টের উপিস্থিতির রেকর্ড রাখিবেন।

(৪) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, যে কোন সময়ে উপ-বিধি (১) এর অধীন নিয়োগকৃত পোলিং এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপে বাতিল করা হইলে বা পোলিং এজেন্টের মৃত্যু ঘটিলে, উক্ত প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগদান করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে উপ-বিধি (২) অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসারকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) পোলিং এজেন্ট এই বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমের যেই স্থানে স্বাক্ষর করা প্রয়োজন সেই স্থানে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) পোলিং এজেন্ট নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করিয়া বিধি অনুযায়ী স্বীয় দায়িত্ব পালন করিবেন এবং ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতিরেকে ভোটকক্ষ এবং প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতিরেকে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

(৭) নির্বাচনের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়, এমন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইতে পোলিং এজেন্টগণ বিরত থাকিবেন।

(৮) ভোটগ্রহণ শেষ হইবার পূর্ববর্তী এক ঘন্টা হইতে ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই পোলিং এজেন্টকে ভোটকক্ষ ত্যাগ করিতে অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

(৯) যদি কোন পোলিং এজেন্টকে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করা হয় বা প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয় বা জোরপূর্বক ভোটকেন্দ্র হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত পোলিং এজেন্ট উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বরত প্রিজাইডিং অফিসার বা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সদস্যের নিকট লিখিত অভিযোগ দাখিল করিবেন এবং উক্তরূপ লিখিত অভিযোগ ব্যতীত ভিন্নরূপ কোন অভিযোগ উত্থাপন করা যাইবে না বা উত্থাপন করা হইলেও উহা আমলে নেওয়া হইবে না।

২৬। **একই সংগে চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান।**—বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন ভোটগ্রহণের নির্ধারিত তারিখে একই সংগে চেয়ারম্যান এবং সদস্য পদসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

২৭। **ভোটগ্রহণের সময়সূচী।**—রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোটগ্রহণের সময়সূচী নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত সময়সূচী সম্পর্কে, তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে, জনসাধারণকে অবহিত করিবেন।

২৮। **ব্যালট বাক্স।**—(১) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স সরবরাহ করিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার ফরম 'ঝ'-তে ব্যালট বাক্সের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে উক্ত হিসাব প্রদান করিবেন।

(২) ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ভোটকক্ষে একই সময়ে একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) ভোটগ্রহণ শুরু হইবার নির্ধারিত সময়ের অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পূর্বে, প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করিবেন, যথা ঃ—

(ক) ব্যবহার্য প্রত্যেকটি ব্যালট বাক্স খালি রহিয়াছে;

(খ) উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁহাদের নির্বাচনী বা পোলিং এজেন্টকে খালি ব্যালট বাক্স প্রদর্শন;

(গ) খালি ব্যালট বাক্সের নম্বর ও সীল নম্বরসমূহ উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের লিখিয়া রাখিবার সুবিধার্থে উচ্চস্বরে ঘোষণা এবং সীল করা; এবং

(ঘ) ভোটারগণ অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারেন এইরূপ সুবিধাজনক স্থানে ব্যালট বাক্স রাখা যাহা একই সময়ে তাঁহার নিজের বা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের এবং উপস্থিত প্রার্থীগণ বা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকে।

(৪) ভোটগ্রহণ চলাকালীন কোন ব্যালট বাক্স পূর্ণ হইয়া গেলে অথবা উহা ব্যালট পেপার গ্রহণের জন্য আর ব্যবহার করা না গেলে, প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট বাক্স বন্ধ করার সীল নম্বর উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের লিখিয়া রাখিবার সুবিধার্থে উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবেন এবং উক্ত সীল দ্বারা ব্যালট বাক্স সীল করতঃ নিশ্ছিদ্র করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবেন এবং উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অন্য একটি বাক্স ব্যবহার করিবেন।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের প্রত্যেক ভোটকক্ষে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার জন্য এইরূপ প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক স্থানের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে প্রত্যেক ভোটার ব্যালট পেপার ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পূর্বে গোপনে উহা চিহ্নিত করিতে সমর্থ হন।

২৯। **ব্যালট পেপার ফরম।**—(১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীকসহ ব্যালট পেপার ফরম-'ছ' তে ছাপাইতে হইবে এবং উহাতে 'তফসিল-২' এ উল্লিখিত সকল প্রতীক এবং বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে, উহাও উক্ত ব্যালট পেপারে ছাপাইতে হইবে।

(২) সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীকসহ ব্যালট পেপার ফরম 'ছ-১' এ ছাপাইতে হইবে এবং উহাতে 'তফসিল-৩' এ উল্লেখিত সকল প্রতীক এবং বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে, উহাও উক্ত ব্যালট পেপারে ছাপাইতে হইবে।

(৩) সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীকসহ ব্যালট পেপার ফরম 'ছ-২' এ ছাপাইতে হইবে এবং উহাতে 'তফসিল-৪' এ উল্লিখিত সকল প্রতীক এবং বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে, উহাও উক্ত ব্যালট পেপারে ছাপাইতে হইবে।

(৪) ভিন্ন ভিন্ন রঙ-এর কাগজে ফরম 'ছ' 'ছ-১' এবং 'ছ-২' ছাপাইতে হইবে।

৩০। **ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে প্রিজাইডিং অফিসারের ক্ষমতা।**—(১) প্রিজাইডিং অফিসার, কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, একসংগে কতজন ভোটার একটি ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে পারিবেন তাহা নির্ধারণ করিবেন এবং উক্তরূপে অনুমোদিত ভোটার ও নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য সকলকে উক্ত ভোটকক্ষ হইতে বাহির করিয়া দিবেন, যথা ঃ—

(ক) নির্বাচনে কর্তব্যরত কোন ব্যক্তি;

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ, তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট ও প্রত্যেক ভোটকক্ষের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট;

(গ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি;

(ঘ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নির্বাচনী পর্যবেক্ষক; এবং

(ঙ) কমিশন কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার, উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুমোদিত ভোটারের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, একসঙ্গে যতজন ভোটারকে একটি ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করিবেন, ততজন ভোটারকে ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে দিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটচিহ্ন প্রদানকক্ষে একাধিক ভোটারকে একসঙ্গে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না এবং প্রিজাইডিং অফিসার ভোট প্রদানের গোপনীয়তা নিশ্চিত করিবেন।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে তাহার নিজের ভোট প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভোটচিহ্ন প্রদান কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ অনুযায়ী আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যগণ প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ও বাহিরে কর্তব্যরত থাকিবেন, ভোটকেন্দ্রে যাতায়াত ত্বরান্বিত ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ও বাহিরে শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করিবেন।

৩১। **ভোটকেন্দ্রের শৃংখলা রক্ষা।**—(১) কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে অসদাচরণ করিলে অথবা প্রিজাইডিং অফিসারের কোন আইনসম্মত আদেশ পালনে ব্যর্থ হইলে উক্ত ব্যক্তিকে, প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশক্রমে, কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্র হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অপসারিত ব্যক্তি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত পুনরায় ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অপসারিত কোন ব্যক্তি যদি ভোটকেন্দ্রে কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদানের অধিকারী কোন ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩২। **ভোটার সম্পর্কে আপত্তি।**—(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা তাহাদের পোলিং এজেন্ট ভোটগ্রহণের বেষ্টনীতে কোন ভোটারকে লক্ষ্য করিয়া বা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভোট প্রদানে প্ররোচনামূলক কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না, তবে তাহারা নিম্নবর্ণিত কোন কারণে কোন ভোটার সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) যে ওয়ার্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের নাম নাই; বা

(খ) যে তালিকায় ভোটার হিসাবে উক্ত ব্যক্তির নাম রহিয়াছে বলিয়া তিনি দাবী করিতেছেন, তাহা মিথ্যা; বা

(গ) উক্ত ভোটার পূর্বে ভোট প্রদান করিয়াছেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন উত্থাপিত আপত্তির শুনানী গ্রহণ করিয়া উহার উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৩৩। **ভোটপ্রদানের স্থান ও ভোটার কর্তৃক প্রদেয় ভোট সংখ্যা।**—একজন ব্যক্তি যে ওয়ার্ডের ভোটার, তিনি কেবল সেই ওয়ার্ডের জন্য নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রে নিম্নবর্ণিত সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী একজন প্রার্থীকে একটি ভোট;

(খ) সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী একজন প্রার্থীকে একটি ভোট; এবং

(গ) সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী একজন প্রার্থীকে একটি ভোট।

৩৪। **ভোটপ্রদান পদ্ধতি।**—(১) ভোট প্রদানের জন্য কোন ভোটার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পর, উক্ত ভোটারকে চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য একটি, সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি এবং সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে—

(ক) তাহার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বা অন্য কোন অঙ্গুলিতে অমোচনীয় কালি দ্বারা একটি চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে;

(খ) ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ ভোটারের ক্রমিক নম্বর এবং নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে; এবং

(গ) ব্যালট পেপারের পিছনে সরকারী সীলমোহর এবং প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষর নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইলে, ভোটার তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটারের ক্রমিক নম্বর ও নাম চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিয়া ভোটারের ক্রমিক নম্বর লিখিয়া রাখিবেন এবং উহাতে সরকারী সীলমোহর প্রদান করিবেন।

(৫) ভোটগ্রহণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত সরকারী সীলমোহর গোপন রাখিতে হইবে।

(৬) কোন ভোটার অমোচনীয় কালির দ্বারা ব্যক্তিগত চিহ্ন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে অথবা তাহার অঙ্গুলিতে পূর্ব হইতে অনুরূপ চিহ্ন বা চিহ্নের অবশিষ্টাংশ থাকিলে উক্ত ভোটারকে কোন ব্যালট পেপার প্রদান করা হইবে না।

(৭) ব্যালট পেপার প্রাপ্তির পর, ভোটার—

(ক) অবিলম্বে ভোটচিহ্ন প্রদান কক্ষে প্রবেশ করিবেন;

(খ) যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিতে ইচ্ছুক, সেই প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত ব্যালট পেপারের সংশ্লিষ্ট স্থানটি প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত সীলমোহর দ্বারা চিহ্নিত করিবেন; এবং

(গ) অনুরূপভাবে প্রতিটি ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার পর উহা ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন।

(৮) প্রত্যেক ভোটার অযৌক্তিক বিলম্ব না করিয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং তাহার ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পর অবিলম্বে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করিবেন।

(৯) কোন ভোটার দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী অথবা অন্য কোনভাবে যদি এমন অক্ষম হন যে, তিনি অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাঁহাকে কোন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং তিনি উক্ত সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তির সাহায্যে এই বিধিমালার অধীন ভোট প্রদান করিবেন।

৩৫। **নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার।**—(১) কোন ভোটার যদি অসাবধানতাবশতঃ তাহার ব্যালট পেপার এইরূপভাবে ব্যবহার করেন, যাহার ফলে উহা ব্যালট পেপার হিসাবে ব্যবহার করা অনুপযোগী হয়, তাহা হইলে তিনি উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট অন্য একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার অসাবধানতার ব্যাখ্যা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে তাহাকে অপর একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবার জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, বা পোলিং অফিসারকে আদেশ প্রদান করিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপার স্বাক্ষর করিয়া বাতিল করিবেন।

(২) কোন ভোটার ব্যালট পেপার পাইবার পর উহা ব্যবহার না করিলে তিনি উহা প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ফেরত দিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার উহা স্বাক্ষর করিয়া বাতিল করিবেন।

(৩) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করিবার পর যদি তিনি উহা ব্যালট বাক্সে প্রবেশ না করান এবং যদি উহা ভোটকেন্দ্রের কোন স্থানে অথবা উহার সন্নিকটে নষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরে উহা বাতিল করিতে হইবে।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার সকল নষ্ট এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপার সীলমোহরকৃত প্যাকেটে রাখিবেন এবং এইরূপ প্যাকেটে, চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য ও সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনের জন্য, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, ওয়ার্ড নম্বরসহ, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা অংকে ও কথায় লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৬। **ভোটগ্রহণের সময় সমাপ্ত হইবার পর ভোটপ্রদান।**—ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর যে ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর মধ্যে ভোটকেন্দ্র অবস্থিত সেই ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর ভিতর উপস্থিত ব্যক্তিগণ, যাহারা ভোট প্রদান করেন নাই অথচ ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন তাহারা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করা অথবা ভোট প্রদানের অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

৩৭। **কতিপয় পরিস্থিতিতে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচন বন্ধ রাখিবার ক্ষমতা।**—(১) নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে কোন ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ করিয়া উহা রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন, যথা ঃ—

(ক) প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে ভোটগ্রহণ এমনভাবে বাধাগ্রস্ত বা ব্যাহত হয় যে, উহা বিধি ২৭ এর অধীন ধার্যকৃত ভোটগ্রহণের সময়ে পুনরায় আরম্ভ করা সম্ভব নহে; বা

(খ) ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত কোন ব্যালট বাক্স প্রিজাইডিং অফিসারের হেফাজত হইতে বেআইনীভাবে অপসারণ করা হইলে বা দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা হইলে বা হারাইয়া গেলে বা এই পরিমাণ হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে যে, সেই ভোটকেন্দ্রের ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ভোটগ্রহণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে, রিটার্নিং অফিসার অবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবেন এবং কমিশন একই নির্বাচনী এলাকার অন্যান্য ভোটকেন্দ্রের ভোটের ফলাফলের দ্বারা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট না হইলে উক্ত ভোটকেন্দ্রে নূতনভবে ভোট গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কমিশন কর্তৃক পুনরায় ভোটগ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হইলে, কমিশনের অনুমোদনক্রমে, রিটার্নিং অফিসার—

(ক) নূতন ভোটগ্রহণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন এবং কোন স্থানে ও সময়ের মধ্যে উক্তরূপে নূতন ভোটগ্রহণ করা হইবে তাহা স্থির করিবেন; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন নির্ধারিত তারিখ এবং স্থিরকৃত স্থান ও সময় সম্পর্কে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নূতন ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে, উপ-বিধি (১) এর অধীন বন্ধকৃত ভোটের সময় প্রদত্ত কোন ভোট গণনা করা যাইবে না।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নূতন ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে, ভোট প্রদানের অধিকারী সকল ভোটারকে এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসরণক্রমে ভোট প্রদানের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

৩৮। **ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর করণীয়।**—(১) ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হইবার পর, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারগণ স্ব স্ব ভোটকক্ষের ব্যালট পেপার সম্বলিত ব্যালট বাক্সসমূহের ঢাকনার জন্য ব্যবহৃতব্য সীল নম্বর উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টদের লিখিয়া রাখিবার সুবিধার্থে উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়া উক্ত সীল দ্বারা বাক্সের ঢাকনা সীল করিবেন এবং প্রত্যেকটি সীলকৃত ব্যালট বাক্স প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট জমা প্রদান করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিলে তাহাদের সম্মুখে পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইবেন যে, ব্যালট বাক্স বা ব্যালট বাক্সসমূহ বিধি ২৮ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (গ)-তে বর্ণিত বিধান মতে বা উপ-বিধি (১) অনুসারে যেইভাবে বন্ধ করা হইয়াছিল সেই অবস্থায় অক্ষত রহিয়াছে এবং এইরূপে নিশ্চিত হইবার পর প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমূহের মধ্য হইতে সকল ব্যালট পেপার বাহির করিয়া লইবেন।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমূহ হইতে ব্যালট পেপার বাহির করিয়া,—

(ক) চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসন এবং সাধারণ আসনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের ব্যালট পেপারগুলি পৃথক করিবেন; এবং

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের পক্ষে সুস্পষ্টভাবে ভোট প্রদানের চিহ্নবিশিষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ নিম্নবর্ণিত ত্রুটিযুক্ত অবৈধ ব্যালট পেপার হইতে পৃথক করিবেন, যথা ঃ—

(অ) সরকারি সীলমোহর এবং প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষরবিহীন ব্যালট পেপার;

(আ) প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষর ব্যতীত অন্য কোন লিখন আছে অথবা সরকারি সীলমোহর এবং ভোট প্রদানের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন আছে অথবা কাগজের টুকরা বা অন্য কোন প্রকারের বস্তু সংযোজিত আছে এইরূপ ব্যালট পেপার;

(ই) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানের চিহ্ন বিহীন ব্যালট পেপার;

(ঈ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে একাধিক ভোট প্রদানের চিহ্ন আছে এইরূপ ব্যালট পেপার; বা

(উ) কাহার অনুকূলে ভোট প্রদান করা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট নয় এইরূপ ব্যালট পেপার ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে ভোটচিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি দেখা যায় যে, ভোটচিহ্নটির অর্ধাংশের বেশি উক্ত প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত স্থানের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এবং যে ক্ষেত্রে উক্ত ভোটচিহ্ন দুইজন প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত স্থানের মধ্যে সমান দুইভাবে বিভক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যালট পেপার বাতিল ব্যালট পেপার হিসাবে গণ্য হইবে।

৩৯। **ভোট গণনা**।—(১) প্রিজাইডিং অফিসার, বিধি ৩৮ এর উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী ব্যালট পেপারসমূহ যাচাই বাছাই করিবার পর, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিলে, তাহাদের উপস্থিতিতে,—

(ক) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত বৈধ সকল ভোট পৃথকভাবে গণনা করিবেন;

(খ) চেয়ারম্যানের জন্য ফরম "ঞ"-তে, সংরক্ষিত আসনের সদস্যের জন্য ফরম "ঞ-১" এ এবং সাধারণ আসনের সদস্যের জন্য ফরম "ঞ-২"-তে গণনার বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত বিবরণীতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সুস্পষ্টভাবে অংকে ও কথায় লিপিবদ্ধ করিবেন;

(গ) চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যালট পেপার বৈধ এবং অবৈধ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যালট পেপারসমূহ প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুইটি করিয়া মোট ছয়টি আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন এবং উক্ত প্যাকেটসমূহের প্রত্যেকটিতে ভোটকেন্দ্রের নামসহ প্যাকেটে রক্ষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ও প্রকৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া প্যাকেট ছয়টিকে একটি প্রধান প্যাকেটে রাখিয়া উহা সীলমোহরকৃত করিবেন; এবং

(ঘ) দফা (খ) এর অধীন প্রস্তুতকৃত বিবরণীসমূহ, দফা (গ) অনুসারে সীলমোহরকৃত ব্যালট পেপার সম্বলিত প্যাকেট এবং অন্যান্য কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি বিধি ৪০ এর বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পুনরায় ভোট গণনা করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) প্রয়োজনে, স্বীয় উদ্যোগে; বা

(খ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বা নির্বাচনী এজেন্টের বা পোলিং এজেন্টের সুনির্দিষ্ট লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে, যদি তাহার নিকট আবেদনটি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট দাবী করিলে, উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এর অধীন প্রস্তুতকৃত গণনার বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি তাহাদিগকে প্রদান করিবেন।

৪০। **প্যাকেটে রক্ষণীয় কাগজপত্র, ইত্যাদি**।—(১) প্রিজাইডিং অফিসার—

(ক) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটগুলি পৃথক প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন;

(খ) দফা (ক)-তে উল্লিখিত প্রতিটি প্যাকেট সীলমোহর করিয়া মুখ বন্ধ করিবেন এবং প্রতিটি প্যাকেটে রক্ষিত বৈধ ভোটের সংখ্যা এবং যে প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহার নাম ও নির্বাচনী প্রতীকের নাম প্যাকেটের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষর করিবেন;

(গ) চেয়ারম্যান পদের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট সম্বলিত প্যাকেটগুলি একটি প্রধান প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন;

(ঘ) সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট সম্বলিত প্যাকেটগুলি অন্য একটি প্রধান প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন;

(ঙ) সাধারণ আসনের সদস্য পদের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট সম্বলিত প্যাকেটগুলি অন্য একটি প্রধান প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন; এবং

(চ) দফ (গ), (ঘ) এবং (ঙ)-তে বর্ণিত প্রধান প্যাকেটগুলি সরকারি সীলমোহর দ্বারা বন্ধ করিবেন এবং উহাতে রক্ষিত ছোট প্যাকেটের সংখ্যা উল্লেখ করিয়া প্রধান প্যাকেটের উপরে স্বাক্ষর করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে সকল অবৈধ ব্যালট পেপার গণনা করা হয় নাই সেইগুলি পৃথক প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন এবং প্যাকেটের উপরে উক্ত পদের নাম ও ব্যালট পেপারের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সরকারি সীলমোহর দ্বারা বন্ধ করিয়া উহার উপরে স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি পৃথক প্যাকেটে রাখিয়া উক্ত কাগজপত্র ও দ্রব্যাদির বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন এবং প্যাকেটগুলি সীলমোহর করিবেন, যথা ঃ—

(ক) ইস্যুকৃত নহে এইরূপ ব্যালট পেপারসমূহ (মুড়িপত্রসহ);

(খ) বৈধ ও অবৈধ (বাতিল) ব্যালট পেপারসমূহ;

(গ) নষ্ট এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ;

(ঘ) চিহ্ন প্রদত্ত ভোটার তালিকার অনুলিপিসমূহ;

(ঙ) ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রসমূহ;

(চ) সরকারি সীলমোহর ও ভোট মার্কিং সীল; এবং

(ছ) রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশ অনুসারে অন্যান্য কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার, চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম "ট" তে, সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম "ট-১" এ এবং সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম "ট-২" তে ব্যালট পেপারের পৃথক হিসাব প্রস্তুত করিবেন।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার এই বিধির অধীন তদ্‌কর্তৃক সীলমোরহকৃত ও স্বাক্ষরিত প্রতিটি বিবরণী এবং প্যাকেটের উপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট, যদি তাহারা উপস্থিত থাকেন ও স্বাক্ষর করিতে সম্মত হন, এর স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৬) প্রিজাইডিং অফিসার তদ্‌কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্যাকেটসমূহে ভোট গণনার বিবরণী, ব্যালট পেপারের হিসাব এবং তদ্‌কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য রেকর্ড ও দ্রব্যাদি অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪১। **ফলাফল একত্রীকরণের নোটিশ, ভোটের সমতার ক্ষেত্রে পুনঃ ভোট, ইত্যাদি।**—(১) রিটার্নিং অফিসার ফলাফল একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে তারিখ, সময় এবং স্থান উল্লেখপূর্বক তদনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাহাদের নির্বাচনী এজেন্টগণকে উপস্থিত থাকিবার লক্ষ্যে একটি লিখিত নোটিশ দিবেন এবং উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং নির্বাচনী এজেন্টগণের সম্মুখে, প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত গণনার ফলাফল একত্রীকরণ করিবেন।

(২) ফলাফল একত্রীকরণ করিবার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনা হইতে বাদকৃত ব্যালট পেপারসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং যদি তিনি দেখেন যে, অনুরূপ কোন ব্যালট পেপার এইরূপে বাদ দেওয়া সঠিক হয় নাই, তাহা হইলে উক্ত ব্যালট পেপার দ্বারা যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করা হইয়াছে উহা তাহার পক্ষে প্রদত্ত ব্যালট পেপার হিসাবে গণনা করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিধি ৩৮ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত কোন কারণে বাতিল করিতে পারেন এইরূপ ভোট ব্যতীত, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোটসমূহ একত্রীকরণ বিবরণীতে শামিল করিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার, উপ-বিধি (৩) এর অধীন বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ একত্রীকরণ বিবরণীতে পৃথকভাবে দেখাইবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার কোন ভোটকেন্দ্রের বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ পুনরায় গণনা করিবেন না, যদি না —

(ক) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট লিখিতভাবে প্রিজাইডিং অফিসারের গণনা সম্পর্কে আপত্তি করেন এবং রিটার্নিং অফিসার উক্ত আপত্তির যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন; অথবা

(খ) তিনি কমিশন কর্তৃক ইহা করিতে আদিষ্ট হন।

(৬) যেক্ষেত্রে ফলাফল একত্রীকরণ বা ভোট গণনার পর দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে ভোটের সংখ্যা সমান হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে কমিশন সমভোট প্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যে পুনঃভোট গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করিবে।

৪২। **ফলাফল একত্রীকরণ, নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা, তালিকা প্রস্তুত এবং উহার সত্যায়িত কপি সরবরাহ ইত্যাদি।**—(১) রিটার্নিং অফিসার, বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র হইতে বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত ভোট গণনার বিবরণী এবং ব্যালট পেপারের হিসাব প্রাপ্তির পর, বা বিধি ৪১ এর উপ-বিধি (৬) এর অধীন পুনঃভোট গ্রহণের ফলাফল পাইবার পর, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের কিংবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের উপস্থিতিতে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটসমূহ চেয়ারম্যানের জন্য ফরম 'ঠ', সংরক্ষিত আসনের সদস্যের জন্য ফরম 'ঠ-১' এবং সাধারণ আসনের সদস্যের জন্য ফরম 'ঠ-২' তে একীভূত করিবেন, এবং যে প্রার্থীর অনুকূলে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহাকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন গণনার ফলাফল প্রাপ্তির পর গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও উপ-বিধি (১) এর অধীন একত্রীকরণের ফলে প্রাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যা সুস্পষ্টভাবে অংকে ও কথায় উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৪) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (২) এর অধীন গণ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার পর অবিলম্বে কমিশনের নিকট নির্ধারিত ফরমে, একত্রীকরণ বিবরণীসহ নির্বাচিত প্রার্থীদের একটি তালিকা দাখিল করিবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে একত্রীকরণ বিবরণী এবং নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করিবার পর, যে সকল প্যাকেট ও বিবরণী ফলাফল একত্রীকরণের জন্য খোলা হইয়াছিল, অবিলম্বে সেইগুলিকে পুনরায় ভর্তি করিয়া সীলমোহর করিবেন, এবং উপস্থিত প্রার্থী ও তাহাদের নির্বাচনী এজেন্টগণকে, তাহারা ইচ্ছা করিলে, অনুরূপ প্যাকেটগুলিতে তাহাদের দস্তখত ও সীলমোহর প্রদানের জন্য অনুমতি দিবেন।

(৬) রিটার্নিং অফিসার, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের মধ্যে, যাহারা একত্রীকরণ বিবরণী ও নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা পাইতে উচ্ছুক তাহাদিগকে চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম 'ঠ', সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম 'ঠ-১' এবং সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'ঠ-২' এ একীভূত ভোট গণনার বিবরণী ও নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকার সত্যায়িত কপি সরবরাহ করিবেন।

৪৩। **ফলাফল গেজেটে প্রকাশ।**—রিটার্নিং অফিসার, বিধি ২১ এর অধীন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত এবং বিধি ৪২ এর অধীন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর, নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত সকল প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি তালিকা ফরম"ড" তে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত তালিকা কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং কমিশন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সম্বলিত উক্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

৪৪। **জামানত ফেরৎ বা বাজেয়াপ্তি।**—(১) কোন প্রার্থীকে জামানতের টাকা ফেরত দিতে হইলে, রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর এবং সীলমোহরসহ অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হইবে।

(২) কোন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হইলে অথবা তিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিলে বা নির্বাচন অনুষ্ঠান হইবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার প্রার্থিতার বিপরীতে প্রদত্ত জামানত উক্ত প্রার্থীকে বা জামানত প্রদানকারীর বৈধ প্রতিনিধিকে অনুরূপ বাতিল, প্রত্যাহার বা মৃত্যুর পর যথাশীঘ্র সম্ভব, ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ভোটগ্রহণ বা ভোটগণনা সমাপ্ত হইবার পর যদি দেখা যায় যে, কোন প্রার্থী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের এক অষ্টমাংশ অপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছেন, তাহা হইলে তাহার জামানতের টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৪) কোন নির্বাচনের বৈধতার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল করা হইলে, দরখাস্ত চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কোন জামানত কোন প্রার্থীকে ফেরৎ দেওয়া হইবে না বা উহা বাজেয়াপ্তও করা যাইবে না।

৪৫। **দলিলপত্র সংরক্ষণ, জনসাধারণের পরিদর্শন ও অনুলিপি প্রদান।**—(১) রিটার্নিং অফিসার, কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, বিধি ৪০ এর অধীন প্রাপ্ত দলিলাদি সংরক্ষণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত সকল দলিল দস্তাবেজ, ব্যালট পেপার ব্যতীত, নির্ধারিত সময়ে ও শর্তাধীনে প্রত্যেক দলিল বাবদ একশত টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে, অফিস চলাকালীন সময়ে পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত দলিল, দস্তাবেজের অনুলিপি বা উহার উদ্ধৃতাংশ প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ একশত টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) বা (৩) এর অধীন দলিলাদি পরিদর্শন বা অনুলিপি সরবরাহের দরখাস্তের সহিত পঁচিশ টাকা মূল্যের কোট ফি সংযুক্ত করিতে হইবে।

৪৬। **দলিলপত্রের নিষ্পত্তি।**—নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ হইতে এক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর, অথবা, বিধি ৫৩ এর অধীন কোন নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করা হইলে, উহা নিষ্পত্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব কমিশন যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে বিধি ৪৫ এর অধীন সংরক্ষিত দলিলপত্র নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচনী ব্যয়

৪৭। **নির্বাচনী ব্যয়।**—প্রচারপত্র বা প্রকাশনার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনভাবে ভোটারগণের নিকট কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অভিমত, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উপস্থাপনের জন্য ব্যয়িত অর্থসহ তাহার নির্বাচন পরিচালনার জন্য দান, ঋণ, অগ্রিম বা অন্য কোনভাবে পরিশোধিত অর্থ নির্বাচনী ব্যয় বলিল গণ্য হইবে, তবে উহা বিধি ১৩ এর অধীন প্রদত্ত জামানতের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৪৮। **সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় এবং উৎসের বিবরণী।**—(১) প্রত্যেক প্রার্থী মনোনয়নপত্রের সহিত তাহার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎস এবং ব্যয়ের সম্ভাব্য খাতসমূহ সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রদর্শনপূর্বক ফরম "ঢ" তে একটি বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন, যথা ঃ—

(ক) নিজ আয় হইতে যে অর্থের সংস্থান করা হইবে উহার পরিমাণ এবং উক্ত আয়ের উৎস;

(খ) আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে কর্জ করা হইবে বা দান হিসাবে পাওয়া যাইবে এইরূপ সম্ভাব্য অর্থ এবং তাহাদের আয়ের উৎস;

(গ) কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হইতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ; এবং

(ঘ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্য এইরূপ অর্থ এবং উক্ত আয়ের উৎস।

[ব্যাখ্যা-এই উপ-বিধিতে "আত্মীয়-স্বজন" অর্থ স্বামী বা স্ত্রী, মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা ভ্রাতা বা ভগ্নি।]

(ঙ) ফরম-'ঢ' এর দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত যে সমস্ত খাতে প্রাপ্য অর্থ ব্যয় হইতে পারে উহার একটি খাতওয়ারী ব্যয়ের হিসাব।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীর সহিত; প্রার্থী আয়কর দাতা হইলে, তাহার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীর কপি, উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সম্পদ বিবরণী সম্বলিত রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৪) যদি প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে উল্লিখিত কোন উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হইতে কোন অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ অর্থ প্রাপ্তির পর তাৎক্ষণিকভাবে উহা নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের সহিত এইরূপ প্রাপ্ত অর্থ এবং প্রাপ্তির উৎস উল্লেখ করিয়া একটি সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন।

৪৯। **নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা**।—(১) চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী তাহার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে—

(অ) ব্যক্তিগত খরচ বাবদ, সর্বোচ্চ ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন; এবং

(আ) নির্বাচনী ব্যয় বাবদ, সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।

(খ) সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে—

(অ) ব্যক্তিগত খরচ বাবদ, সর্বোচ্চ ১০(দশ) হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন; এবং

(আ) নির্বাচনী ব্যয় বাবদ, সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।

(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনী এজেন্ট ব্যতীত অন্য কাহারো মাধ্যমে নির্বাচন বাবদ কোন অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।

(৩) নির্বাচন পূর্বে সময়ে নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং উক্ত বিধিমালার পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে কোন অর্থ ব্যয় করা যাইবে না।

(৪) চেয়ারম্যান পদে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী, ব্যাক্তিগত খরচ বাবদ অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাত দিনের মধ্যে, অনুরূপ খরচের একটি বিবরণী তাহার নির্বাচনী এজেন্টের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) প্রত্যেক চেয়ারম্যান প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট, যেক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ ৫০০ (পাঁচশত) টাকার নীচে সেইক্ষেত্র ব্যতীত, অন্য সকল ক্ষেত্রে বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত একটি বিল এবং নির্বাচনী ব্যয় হিসাবে পরিশোধিত প্রতিটি ব্যয়ের হিসাব প্রত্যয়ন করিবেন।

৫০। **নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব তফসিলী ব্যাংকে সংরক্ষণ**।—প্রত্যেক চেয়ারম্যান প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট বা যেক্ষেত্রে চেয়ারম্যান প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচনী এজেন্ট হন, সেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী—

(ক) ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত, বিধি ৪৯ এর অধীন শুধুমাত্র নির্বাচনী ব্যয় পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোন তফসিলী ব্যাংকে একটি হিসাব খুলিবেন; এবং

(খ) প্রত্যেক চেয়ারম্যান প্রার্থী দফা (ক) তে উল্লিখিত হিসাব হইতে, ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত, নির্বাচনী ব্যয়ের নিমিত্ত সকল অর্থ ব্যয় করিবেন।

৫১। **নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল।**—(১) চেয়ারম্যান পদে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট, বিধি ২১ বা বিধি ৪৩ অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারী গেজেটে প্রতাশিত হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফরম 'ণ' তে নির্বাচনী ব্যয়ের একটি রিটার্ন দাখিল করিবেন, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ থাকিবে, যথাঃ—

(ক) প্রত্যেক দিনে ব্যয়িত অর্থের সকল বিল ও রসিদসহ একটি বিবরণী;

(খ) বিধি ৫০ এর দফা (ক) এর অধীন খোলা হিসাবে জমাকৃত এবং উত্তোলিত অর্থের ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব বিবরণী একটি কপি;

(গ) প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী কর্তৃক কৃত, যদি থাকে, ব্যক্তিগত খরচের মোট পরিমাণ;

(ঘ) নির্বাচনী এজেন্ট অবহিত আছেন এইরূপ সকল বিতর্কিত দাবীর একটি বিবরণী;

(ঙ) নির্বাচনী এজেন্ট অবহিত আছেন এইরূপ সকল অপরিশোধিত দাবীর, যদি থাকে, একটি বিবরণী; এবং

(চ) নির্বাচনী খরচের জন্য যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ, উহা প্রাপ্তির প্রমাণসহ উক্তরূপ প্রাপ্ত অর্থের প্রত্যেক উৎসের নাম উল্লেখ করিয়া একটি বিবরণী।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নের সহিত যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, সেইক্ষেত্রে চেয়ারম্যান প্রার্থীর হলফনামা ফরম 'ত' অনুসারে; যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করেন, সেইক্ষেত্রে চেয়ারম্যান প্রার্থীর হলফনামা ফরম 'ত-১' অনুসারে এবং নির্বাচনী এজেন্টের হলফনামা ফরম 'ত-২' অনুসারে সংযুক্ত করিতে হইবে।

৫২। **নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশ।**—(১) রিটার্নিং অফিসার বিধি ৫১ এর অধীন চেয়ারম্যান পদের জন্য দাখিলকৃত নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন তাহার অফিসে বা তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে সংরক্ষণ করিবেন যাহা নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী ০১ (এক) বৎসর সময়কাল পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে যে কোন ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন বা উহার কোন অংশের কপি, যে কোন ব্যক্তিকে পৃষ্ঠা প্রতি ০৫ (পাঁচ) টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে, সরবরাহ করা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচনী বিরোধ

৫৩। **নির্বাচনী দরখাস্ত।**—(১) ধারা ২২ এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-বিধি (২) এর অধীন নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল ব্যতীত, নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যে নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন সেই নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করিয়া দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

৫৪। **নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষগণ।**—নির্বাচনী দরখাস্তকারী কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার দরখাস্তে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে বিবাদী হিসাবে পক্ষভুক্ত করিবে, যথাঃ—

(ক) সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী; এবং

(খ) অন্য যে কোন প্রার্থী যাহার বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ বা বেআইনী আচরণের অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

৫৫। **নির্বাচনী দরখাস্ত পেশকরণ পদ্ধতি।**—(১) নির্বাচিত প্রার্থীগণের নাম বিধি ৪৩ এর অধীন সরকারী গেজেটে প্রকাশের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী স্বয়ং বা তাহার নিকট হইতে যথাযথ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত, উক্ত দরখাস্তের খরচ বাবদ জমানত হিসাবে সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে অথবা সোনালী ব্যাংকের কোন শাখায় রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট খাতে চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচনের জন্য ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জমা করা হইয়াছে মর্মে একটি রসিদ থাকিতে হইবে।

(৪) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল, নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারকালে যে কোন সময়ে দরখাস্তকারীকে জামানত হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ জমা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত অর্থও উপ-বিধি (৩) এ বিধৃত পদ্ধতিতে দরখাস্তকারী কর্তৃক জমা করিতে হইবে, এবং রিটার্নিং অফিসার, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত খরচ কর্তনের পর অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করিবেন।

(৫) নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিবার কারণ এবং প্রার্থিত প্রতিকার স্পষ্টরূপে নির্বাচনী দরখাস্তে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৫৬। **নির্বাচনী দরখাস্ত স্বাক্ষর ও সত্যায়ন।**—প্রত্যেক নির্বাচনী দরখাস্ত দরখাস্তকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং উহা Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন কোন আর্জি সত্যায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী সত্যায়িত হইতে হইবে।

৫৭। **নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের অধিক্ষেত্র এবং এখতিয়ার।**—এই বিধিমালার অধীন নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারের জন্য কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ধারা ২৩ এর অধীন গঠিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালের স্থানীয় অধিক্ষেত্র ও এখতিয়ার নির্ধারণ করিবে।

৫৮। **নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা।**—Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন কোন মোকদ্দমার বিচারকারী দেওয়ানী আদালতের যাবতীয় ক্ষমতা নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল এর থাকিবে এবং উহা ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৮০ ও ৪৮২ এর অধীন এখতিয়ার সম্পন্ন একটি আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৯। **প্রতিকার।**—নির্বাচনী দরখাস্তের দরখাস্তকারী প্রতিকার হিসাবে নিম্নবর্ণিত যে কোন ঘোষণা দাবী করিতে পারিবেন, যথাঃ—

(ক) নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল;

(খ) নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোন প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন; বা

(গ) নির্বাচনটি সামগ্রিকভাবে বাতিল।

৬০। **নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি।**—আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল প্রতিটি নির্বাচনী দরখাস্ত, Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন যে পদ্ধতিতে মোকদ্দমা বিচার করা হয়, যতদূর সম্ভব, অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল—

(ক) কোন সাক্ষীর জবানবন্দি চলাকালে তদ্‌প্রদত্ত সাক্ষ্যের সারমর্ম সম্বলিত একটি স্মারক প্রস্তুত করিবেন, যদি না কোন সাক্ষীর পূর্ণ সাক্ষ্য গ্রহণের বিশেষ কারণ রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং

(খ) কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, যদি উহা বিবেচনা করেন যে, উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ নহে অথবা বিচারকার্য বিলম্বিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন তুচ্ছ কারণে তাহাকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা হইয়াছে।

৬১। **নির্বাচনী দরখাস্ত এবং নির্বাচনী আপীল নিষ্পত্তি।**—(১) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কোন নির্বাচনী দরখাস্ত প্রাপ্তির পর দরখাস্তে উল্লিখিত সকল বিবাদীকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল, দরখাস্তকারীকে এবং দরখাস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী বিবাদীগণকে, যদি কেহ থাকেন, শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন এবং উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণের পর উহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে, নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং সেইক্ষেত্রে নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৪) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোন নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিলের একশত আশি (১৮০) দিনের মধ্যে এবং নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্বাচনী আপীল দায়েরের একশত বিশ (১২০) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৫) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল নির্বাচনী দরখাস্ত শুনানীর পর কোন নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে—

(ক) নির্বাচিত প্রার্থীর মনোনয়ন অবৈধ ছিল ; বা

(খ) নির্বাচিত প্রার্থী মনোনয়নের তারিখে চেয়ারম্যান, বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য পদে নির্বাচিত হইবার অযোগ্য ছিলেন; বা

(গ) দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ বা বেআইনী আচরণ দ্বারা নির্বাচনী ফলাফল অর্জন করা হইয়াছে বা উত্তরূপ ফলাফল অর্জনের জন্য উক্তরূপ কার্যকলাপ বা আচরণ করা হইয়াছে; বা

(ঘ) নির্বাচিত প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরস্পর যোগসাজশে কোন দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ বা বেআইনী আচরণ করা হইয়াছে; বা

(ঙ) নির্বাচিত প্রার্থী বিধি ৪৯ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নির্বাচনী ব্যয়ের সীমার অতিরিক্ত অর্থ খরচ করিয়াছেন।

৬২। **সংরক্ষিত দলিল দস্তারেজ এর প্যাকেট খুলিবার আদেশ**।—(১) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শনের জন্য উহার মুড়িপত্র এবং দলিল দস্তারেজ সম্বলিত প্যাকেট খুলিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশে ব্যক্তি, সময়, তারিখ, স্থান এবং পরিদর্শনের পন্থা নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

(৩) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শনের সময় এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন যেন ভোট প্রদানের গোপনীয়তা প্রকাশ না হইয়া পড়ে।

(৪) এই বিধিতে যেরূপ বিধান আছে সেইরূপ ব্যতীত, কোন ব্যক্তিকে রিটার্নিং অফিসারের জিম্মায় থাকা কোন বাতিলকৃত বা গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শন করিতে দেওয়া যাইবে না।

৬৩। **নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচনী আপীল প্রত্যাহার ও বাতিল**।—(১) কোন নির্বাচনী দরখাস্ত, বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী আপীল, শুনানীকালে যে কোন সময়ে দরখাস্তকারী, বা ক্ষেত্রমত আপীলকারী যথাক্রমে নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচনী আপীল প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারিবেন।

(২) দরখাস্তকারী বা আপীলকারীর মৃত্যু হইলে নির্বাচনী দরখাস্ত, বা ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী আপীল, বাতিল হইয়া যাইবে।

৬৪। **খরচ**।—নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল, বিধি ৬১ এর অধীন কোন আদেশ প্রদান করিলে খরচ (cost) সম্পর্কে উহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং যে ক্ষেত্রে উক্তরূপ খরচ দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় হয় সেই ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, দরখাস্তকারী কর্তৃক জমাকৃত জামানত হইতে উহা পরিশোধ করিতে হইবে এবং যদি দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় কোন খরচ নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের বা নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালের আদেশের ষাট (৬০) দিনের মধ্যে দাবী করা না হয়, তাহা হইলে জামানত হিসাবে জমাকৃত সমুদয় অর্থ দরখাস্তকারীকে অথবা তাহার আইনানুগ প্রতিনিধিকে আবেদনের ভিত্তিতে ফেরত প্রদান করা হইবে।

৬৫। **নির্বাচনী দরখাস্ত ও নির্বাচনী আপীল বদলীকরণের ক্ষমতা**।—(১) কমিশন নিজ উদ্যোগে, অথবা নির্বাচনী দরখাস্ত বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী আপীলের কোন এক পক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে পেশকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে যে কোন পর্যায় সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচনী আপীল এক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে বা, ক্ষেত্রমত, এক নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালে বদলী করিতে পারিবে এবং যে ট্রাইব্যুনালে উহা এইরূপে বদলী করা হয় সেই ট্রাইব্যুনাল উক্ত দরখাস্ত যে পর্যায়ে বদলী করা হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে উহার বিচারকার্য বা আপীল শুনানী চালাইয়া যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচনী আপীল যে ট্রাইব্যুনালে বদলী করা হইয়াছে সেই ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করিলে ইতোপূর্বে পরীক্ষিত কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব বা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

৬৬। **নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালের আদেশের সংক্ষিপ্তসার কমিশনকে অবহিতকরণ**।—(১) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল কোন নির্বাচনী দরখাস্ত, বা ক্ষেত্রমত, আপীল, নিষ্পত্তির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিষ্পত্তি আদেশের সারাংশ কমিশনকে জানাইবেন এবং উক্ত আদেশের একটি সত্যায়িত কপি কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

৬৭। **নির্বাচনী দরখাস্তের একতরফা নিষ্পত্তি।**—(১) যদি কোন নির্বাচনী দরখাস্তের বিচার সমাপ্ত হইবার পূর্বে কোন বিবাদী মৃত্যুবরণ করেন বা নির্ধারিত ফরমে তিনি দরখাস্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক নহেন মর্মে নোটিশ প্রদান করেন এবং উক্ত দরখাস্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আর কোন বিবাদী না থাকে, তাহা হইলে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল, আর কোন শুনানী ব্যতীত, অথবা তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ দিয়া দরখাস্ত একতরফা নিষ্পত্তি করিবে।

৬৮। **হাজিরা দিতে ব্যর্থতার কারণে নির্বাচনী দরখাস্ত বাতিল।**—(১) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী আপীল, দাখিলের পর নির্ধারিত তারিখে দরখাস্তকারী বা, ক্ষেত্রমত, আপীলকারী উপস্থিত না থাকিলে, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনাল, উক্ত দরখাস্ত বা, ক্ষেত্রমত আপীল, খারিজ করিয়া দিতে পারিবে এবং খরচ সম্বন্ধে তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত আদেশ দিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অপরাধ ও দণ্ড

৬৯। **অনৈতিক কার্যকলাপ ও শাস্তি।**—(১) কোন ব্যক্তি অনৈতিক বা নীতি বিগর্হিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি—

(ক) তিনি—

(অ) কোন প্রার্থীর নির্বাচনকে পরিকল্পিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে অথবা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনী অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থী বা তাহার কোন আত্মীয়ের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে কোন বিবৃতি প্রদান বা প্রকাশ করেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত বিবৃতি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল এবং তিনি উহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন; বা

(আ) কোন প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে, অনুরূপ প্রতীক প্রার্থীকে দেওয়া হইয়াছে কি হয় নাই মর্মে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান বা প্রকাশ করেন; বা

(ই) কোন প্রার্থীর প্রার্থীতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান বা প্রকাশ করেন;

(খ) কোন প্রার্থী কোন বিশেষ ধর্ম, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, বর্ণ, উপ-দল বা উপ-জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবার কারণে তাহাকে ভোট প্রদানের বা ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে আহ্বান বা প্ররোচিত করেন; বা

(গ) ভোট প্রদানের জন্য ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত বা অপেক্ষায় আছেন এমন কোন ব্যক্তিকে ভোট প্রদানে বাধা প্রদান করিয়া ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করাইবার চেষ্টা করেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭০। **বেআইনী আচরণ ও শাস্তি**।—(১) আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি বেআইনী কার্যকলাপের দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন প্রার্থীর নির্বাচন ত্বরান্বিত বা ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির সহায়তা লাভ করেন বা করিবার চেষ্টা করেন;

(খ) বিধি ৪৮, ৪৯ বা ৫১ এর বিধানসমূহ পালনে ব্যর্থ হন বা লঙ্ঘন করেন;

(গ) ভোট প্রদানে যোগ্য নহেন সত্ত্বেও, কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার সংগ্রহ করেন বা সংগ্রহের চেষ্টা করেন;

(ঘ) একই ভোটকেন্দ্রে একাধিকবার ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার সংগ্রহ করেন বা সংগ্রহের চেষ্টা করেন;

(ঙ) একই নির্বাচনে একাধিক ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান বা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার সংগ্রহ করেন বা সংগ্রহের চেষ্টা করেন;

(চ) ভোটগ্রহণ চলাকালে ভোটকেন্দ্র হইতে ব্যালট পেপার অন্যত্র সরাইয়া ফেলেন;

(ছ) জ্ঞাতসারে, কোন প্রার্থীকে সমর্থন বা বিরোধিতা করিবার লক্ষ্যে, নিজে এবং নিজ পরিবারের সদস্যগণকে ব্যতীত, অন্য কোন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে আনা বা নেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন যান বা নৌযান ভাড়া দেন, ভাড়া করেন, ধার দেন, নিয়োগ করেন বা ব্যবহার করেন; বা

(জ) জ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তিকে দফা (ক) হইতে (ছ) তে বর্ণিত যে কোন কাজ করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করেন।

২। কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭১। **ঘুষ গ্রহণ বা প্রদান ও শাস্তি**।—(১) কোন ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন যদি তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করা বা ভোট প্রদানে বিরত থাকার বা প্রার্থী হইবার বা প্রার্থী না হইবার বা প্রার্থী না হইবার কারণে ঘুষ গ্রহণ করেন বা করিতে সম্মত হন বা চুক্তিবদ্ধ হন।

(২) কোন ব্যক্তি ঘুষ প্রদানের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি—

(ক) অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্থ বা পুরস্কারের বিনিময়ে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে বা উহা হইতে বিরত রাখিতে বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে বা প্রদান করা হইতে বিরত রাখিতে বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচন হইতে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার জন্য প্ররোচিত করেন; বা

(খ) কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বা উহা হইতে বিরত থাকার কারণে বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকার কারণে বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার কারণে পুরস্কৃত করেন।

[ব্যাখ্যা ঃ এই বিধিতে "ঘুষ" বলিতে আর্থিক বা অর্থে নিরূপণযোগ্য কোন সুবিধা বা অবৈধ আনুতোষিকের বিনিময়ে সর্বপ্রকার আপ্যায়ন বা নিযুক্তি বুঝাইবে।]

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) ও (২) এ উল্লিখিত ঘুষ গ্রহণ বা প্রদানের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬(ছয়) মাস বা অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭২। **অন্যের নাম ধারণের শাস্তি**।—যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন জীবিত, মৃত বা কাল্পনিক ব্যক্তির নাম ধারণ করিয়া ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার সংগ্রহ করেন বা সংগ্রহের চেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ২(দুই) বৎসর কারদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৩। **অবৈধ প্রভাব বিস্তার ও শাস্তি**।—(১) কোন ব্যক্তি অবৈধ প্রভাব বিস্তারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে বা উহা হইতে বিরত থাকিতে অথবা নির্বাচনের প্রার্থী হইতে বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে, তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে—

(অ) কোন প্রকার শক্তি, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন;

(আ) কোন আঘাত, ক্ষতি, সম্মানহানি বা লোকসান ঘটান বা ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ভীতি প্রদর্শন করেন;

(ই) কোন সাধু বা পীরের দৈব অভিশাপ কামনা করেন বা করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন;

(ঈ) কোন ধর্মীয় দণ্ড প্রদান করেন বা করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন; বা

(উ) কোন সরকারী প্রভাব বা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেন।

(খ) কোন ব্যক্তি ভোট প্রদান করিবার কারণে বা ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে বা প্রার্থী হইবার বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার কারণে, দফা (ক) এর উপ-দফা (অ)হইতে (উ) তে বর্ণিত কোন কাজ করেন;

(গ) অপহরণ, বলপ্রয়োগ বা কোন প্রতারণামূলক কৌশল বা ফন্দির সাহায্যে—

(অ) কোন ভোটার কর্তৃক তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগে অসুবিধা সৃষ্টি বা বাধা দান করেন; বা

(আ) কোন ভোটারকে ভোট প্রদান করিতে বা প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য, প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

[ব্যাখ্যা ঃ এই বিধিতে "সম্মানহানি" বলিতে সামাজিক ভর্ৎসনা, একঘরেকরণ বা কোন বর্ণ বা সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কারও অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৪। **ভোটগ্রহণ শুরু হইবার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল, ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও শাস্তি**।—(১) কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনী এলাকার ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৩২ (বত্রিশ) ঘন্টা, ভোটগ্রহণের দিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১২টা এবং ভোটগ্রহণের দিন রাত্রি ১২টা হইতে পরবর্তী ৪৮ঘন্টা সময়ের মধ্যে উক্ত নির্বাচনী এলাকায় কোন জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান করিতে অথবা কোন মিছিল বা শোভাযাত্রা সংঘঠিত করিতে বা উহাতে যোগদান করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন আক্রমণাত্মক কাজ বা বিশৃংখলামূলক আচরণ করিতে পারিবেন না;

(খ) ভোটার বা নির্বাচনী কার্যে নিয়োজিত বা দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তিকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করিতে পারিবেন না; বা

(গ) কোন অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) অথবা (২) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৫। **ভোটকেন্দ্র বা উহার নিকটস্থ স্থানে নির্বাচনী প্রচারণা করিবার শাস্তি**।—(১) কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের তারিখে ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রচারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি—

(ক) ভোটের জন্য প্রচারণা চালান;

(খ) কোন ভোটারের নিকট ভোট প্রার্থনা করেন;

(গ) কোন ভোটারকে নির্বাচনে ভোট প্রদান না করিবার জন্য বা কোন বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান না করিবার জন্য প্ররোচিত করেন; বা

(ঘ) রিটার্নিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে, প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টের জন্য এবং ভোটকেন্দ্রের ১০০ (একশত) গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে কোন সংরক্ষিত স্থান ব্যতীত ভোটারগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে কোন নোটিশ, বিজ্ঞাপন, ব্যানার বা পতাকা প্রদর্শন বা সংকেত প্রদান করেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৬। **ভোট গ্রহণের তারিখে মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার বা প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী বা বর্ধনকারী যন্ত্র ব্যবহারের শাস্তি**।—(১) কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি ভোট গ্রহণের তারিখে—

(ক) ভোটকেন্দ্র হইতে শোনা যায় এমনভাবে কোন মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার বা প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী বা বর্ধনকারী অন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করেন;

(খ) অনবরত ভোটকেন্দ্রে শোনা যায় এমনভাবে চিৎকার করেন;

(গ) এইরূপ কোন কাজ করেন যাহা—

(অ) ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদানের জন্য আগত কোন ভোটারকে বিরক্ত করে বা তাহার অসন্তোষ ঘটায়; বা

(আ) প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার বা ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব পালন ব্যাহত করে; বা

(ঘ) দফা (ক) হইতে (গ) তে উল্লিখিত কোন কাজ করিতে সহায়তা করেন।

৭৭। **মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার, ইত্যাদি বিকৃত বা নষ্ট করিবার শাস্তি**।—(১) কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ৩ (তিন) বৎসরে কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপারের উপর সরকারী সীলমোহর ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত বা বিনষ্ট করেন;

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটকেন্দ্র হইতে কোন ব্যালট পেপার বাহির করিয়া লইয়া যান, অথবা কোন ব্যালট বাক্সের ভিতরে আইন অনুসারে ঢুকাইতে পারিবেন এইরূপ ব্যালট পেপার ব্যতীত অন্য কোন ব্যালট পেপার, কাগজ বা বস্তু ঢুকান;

(গ) ভোটকেন্দ্রের বাহিরে কোন ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপার বহি নিজ দখলে রাখেন বা জনসাধারণকে উহা প্রদর্শন করেন;

(ঘ) যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতীত—

(অ) কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন;

(আ) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে এইরূপ কোন ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের প্যাকেট নষ্ট করেন, গ্রহণ করেন, খোলেন বা অন্য কোনভাবে হস্তক্ষেপ করেন; বা

(ই) এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কৃত কোন সীলমোহর ভাঙ্গেন;

(ঙ) কোন ব্যালট পেপার বা মার্কিং সীল জাল করেন;

(চ) ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হইবার পর অবিলম্বে অনুসরণীয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আরম্ভ করিতে, পরিচালনা করিতে বা প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটান বা বাধার সৃষ্টি করেন;

(ছ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিজয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য বা নির্বাচন বানচালের জন্য কোন ভোটকেন্দ্র বা ভোটকক্ষ বলপূর্বক দখল করেন বা দখল করিবার ব্যাপারে সহায়তা করেন বা পরোক্ষভাবে সমর্থন প্রদান করেন;

(জ) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স বা ভোট সংক্রান্ত অন্য কোন বস্তু বা দলিলপত্র সমর্পণ করিতে বাধ্য করেন এবং এইরূপ কোন কাজ করেন যাহা সুশৃংখলভাবে ভোট গ্রহণ বা ভোট গণনা বা নির্বাচন সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে;

(ঝ) ভোটকেন্দ্র হইতে কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টগণ বা পোলিং এজেন্টগণকে বিতাড়িত করেন এবং ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে তাহাদের অনুপস্থিতিতে নির্বাচন কার্য চালাইয়া যাইতে বাধ্য করেন;

(ঞ) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে বিতাড়িত করিয়া ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, ভোট সংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং দলিলপত্র বলপূর্বক দখল করেন এবং তাহার ইচ্ছানুযায়ী উহা অসৎভাবে ব্যবহার করেন; বা

(ট) কেবল তাহার সমর্থক বা তাহার প্রার্থীর সমর্থকগণকে ভোট প্রদানে সাহায্য করেন এবং অন্য সকলকে ভোট প্রদান করা হইতে বিরত রাখেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) হইতে (ট) তে বর্ণিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৮। **ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতার শাস্তি**।—কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার বা ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত কোনপ্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন, যদি তিনি—

(ক) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে বা রক্ষায় সাহায্য করিতে ব্যর্থ হন;

(খ) কোন আইনানুগ উদ্দেশ্য ব্যতীত, ভোট গ্রহণ শেষ হইবার পূর্বে সরকারী সীলমোহর সম্পর্কে কোন তথ্য কোন ব্যক্তিকে সরবরাহ করেন; বা

(গ) কোন বিশেষ ব্যালট পেপার দ্বারা কোন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হইয়াছে তদ্‌সম্পর্কে ভোট গণনাতে প্রাপ্ত কোন তথ্য প্রকাশ করেন।

৭৯। **কোন ব্যক্তিকে ভোট প্রদানে প্ররোচিত, ইত্যাদি করিবার শাস্তি**।—কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদানে প্ররোচিত করেন;

(খ) কোন ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদান করা হইতে নিবৃত করেন;

(গ) কোনভাবে কোন ব্যক্তির ভোট প্রদান প্রভাবিত করেন; বা

(ঘ) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করেন।

৮০। **সরকারী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার শাস্তি**।—কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা এই বিধিমালার দ্বারা বা অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সরকারী দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কোন সরকারী দায়িত্ব পালন করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৮১। **সরকারী পদমর্যাদার অপব্যবহারের শাস্তি**।—প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি কোনভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সরকারী পদমর্যাদার অপব্যবহার করেন।

৮২। **ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ, ইত্যাদি**।—(১) এই বিধিমালার অধীনকৃত অপরাধের জন্য কোন অভিযোগ দাখিল, তদন্ত, শুনানী, আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি এবং বিচারের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি এর বিধানাবলী অনুসরণ করা হইবে।

(২) বিধি ৭৮, বিধি ৭৯, বিধি ৮০ ও বিধি ৮১ এর অধীন বর্ণিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধসমূহ আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য হইবে।

(৩) আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে এই বিধিমালার অধীন সংঘঠিত অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে (Summary Trial) অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ফৌজদারী কার্যবিধির Chapter XXII -তে বর্ণিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে।

৮৩। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক গ্রেফতারের ক্ষমতা**।—ধারা ২০ এর বিধান প্রতিপালনের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধিতে বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য—

(ক) তিনি পুলিশ কর্মকর্তা না হইলেও, ভোট গ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তি ব্যতীত, কোন ব্যক্তিকে বিধি ৬৯ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ), বিধি ৭০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ), (ঘ), (ঙ), (চ) ও (ছ) বিধি ৭১, বিধি ৭২, বিধি ৭৩, বিধি ৭৪, বিধি ৭৫, বিধি ৭৬, বিধি ৭৭ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) এবং বিধি ৭৯ এর অধীনকৃত কোন অপরাধের জন্য অথবা শান্তি ও আইন শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য, উক্ত কার্যবিধির অধীন একজন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করিবার যেরূপ ক্ষমতা আছে, সেইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন;

(খ) রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার, বা ক্ষেত্রমত কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দফা (ক) তে উল্লিখিত বিধির অধীনকৃত কোন অপরাধের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করিতে পারিবেন;

(গ) বিধি ৩১ মোতাবেক প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক অপসারিত কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে কোন অপরাধ করিলে উক্ত ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করিতে পারিবেন;

(ঘ) বিধি ৭৫ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঘ) তে উল্লিখিত কোন নোটিশ, বিজ্ঞাপন, ব্যানার বা পতাকা অপসারণ করিতে পারিবেন;

(ঙ) বিধি ৭৬ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত কোন যন্ত্রপাতি বা বাদ্যযন্ত্র জব্দ করিতে পারিবেন; এবং

(চ) আইন ও এই বিধিমালার অধীন তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের জন্য যুক্তিসংগতভাবে প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগসহ অন্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮৪। **পোষ্টার, তোরণ, ইত্যাদি অপসারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ক্ষমতা**।—(১) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য নিম্নবর্ণিত যে কোন বিষয় সম্পর্কে যেইসময়ে বা যেইস্থানে অবহিত হন বা উহা তাহার গোচরীভূত হয় তিনি তৎক্ষণাৎ এবং উক্ত স্থানেই উহা মুছিয়া ফেলিবার বা, ক্ষেত্রমত, অপসারণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন—

(ক) কোন প্রার্থীর বহু রঙের পোষ্টার, ক্যালেন্ডার বা কোন প্রচারপত্র বা প্রতিকৃতি বা নির্ধারিত সাইজ হইতে বড় সাইজের পোষ্টার বা প্রতীক;

(খ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রকাশের স্থান, মুদ্রিত পোষ্টারের সংখ্যা এবং মুদ্রণের তারিখ বিহীন পোষ্টার;

(গ) কোন প্রার্থীর জন্য তৈরী গেইট বা তোরণ বা ঘের;

(ঘ) কোন প্রার্থীর জন্য তৈরী প্যান্ডেল ;

(ঙ) কোন প্রার্থী কর্তৃক একটি ওয়ার্ডে পথসভা বা নির্বাচনী প্রচারণার কাজে ব্যবহৃত একের অধিক মাইক্রোফোন;

(চ) নির্ধারিত সময়সীমার আগে বা পরে ব্যবহৃত মাইক্রোফোন;

(ছ) নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস বা উক্ত ক্যাম্প বা অফিসে ব্যবহৃত টিভি, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি ইত্যাদি;

(জ) কোন মিছিল বা মশাল মিছিল বাহির করিবার লক্ষ্যে ব্যবহৃত ট্রাক, বাস, মিনিবাস, কার ট্যাক্সি, ট্যাক্সি ক্যাব, মটর সাইকেল, রিক্সা, বাই-সাইকেল, স্পীড বোট, নৌ-যান, ইত্যাদি;

(ঝ) কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হইতে ভোটারদের আনা-নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত বা ভাড়া করা যে কোন প্রকার যানবাহন বা জলযান;

(ঞ) কোন প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে আলোকসজ্জা; এবং

(ট) কোন প্রার্থীর জন্য প্রচারণার পন্থা হিসাবে কালি বা অন্য যে কোনভাবে কোন দেওয়াল, দালান, থাম, সেতু, যানবাহন বা উক্তরূপ বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট নহে এইরূপ স্থানে অংকিত, লিখিত বা চিত্রাঙ্কিত প্রচারণা।

(২) কোন পুলিশ কর্মকর্তা, বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, উপ-বিধি (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে বা ব্যবস্থা গ্রহণে অবহেলা করিলে তিনি অদক্ষতা বা অসদাচরণের অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার অনুরোধ করিলে, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, রিটার্নিং অফিসারকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবে, এবং উক্ত গৃহীত ব্যবস্থা কর্মকর্তার সার্ভিস রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৩) কোন রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বা ক্ষেত্রমত, কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্যকে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, উপ-বিধি (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য কোন পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী অপসারণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং অনুরূপ পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য এইরূপ নির্দেশ পালনে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিপালন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে রিপোর্ট করিবেন।

(৪) কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত নির্দেশ পালন করিতে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকার করিলে বা অবহেলা করিলে, তিনি অদক্ষতা বা অসদাচরণের অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহার ক্ষেত্রেও উপ-বিধি (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৫) কোন রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টকে উপ-বিধি (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য কোন পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী অবিলম্বে অপসারণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট অনুরূপ নির্দেশ পালন করিবেন এবং উক্ত নির্দেশ পালন সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

(৬) কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকার বা অবহেলা করিলে, তিনি বা, ক্ষেত্রমত, তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, অথবা উভয়েই বিধি ৭০ এর অধীন বেআইনী আচরণের অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৭) কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য কর্তৃক অপসারিত কোন পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী প্রার্থীর দখল হইতে জব্দ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ অপসারণের সময় বিনষ্ট না হইয়া থাকিলে, উক্ত পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী নিকটতম থানার হেফাজতে রখিতে হইবে এবং কোন নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারাধীন না থাকিলে, অনুরূপ হেফাজতের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস অতিক্রান্ত হইবার পর জব্দকৃত মালামাল বিনষ্ট করা যাইবে বা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(৮) কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য এই বিধির অধীন তাহার দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগসহ যে কোন পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বা করাইতে পারিবেন।

(৯) এই বিধির অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা অবিলম্বে কমিশনকে এবং রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকেও অবহিত করিতে হইবে।

(১০) এই বিধির অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা, এই বিধিমালার অন্য কোন বিধানের অধীন গৃহীতব্য অন্য কোন ব্যবস্থা বা আরোপিত অন্য কোন শাস্তির অতিরিক্ত হইবে।

(১১) এই বিধির অধীনে কোন ব্যবস্থা বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে, উভয় দিনসহ, যে কোন সময়ে গ্রহণ করা যাইবে।

৮৫। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ**—(১) কোন আদালত কমিশনের অনুমোদনক্রমে বা কমিশন হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে দায়েরকৃত কোন লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, বিধি ৭৭ এর উপ-বিধি (২) বিধি ৭৮, বিধি ৭৯, বিধি ৮০ বা বিধি ৮১ এর অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করিবে না।

(২) যদি কমিশনের নিকট ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, বিধি ৭৭ এর উপ-বিধি (২), বিধি ৭৮, বিধি ৭৯, বিধি ৮০ ও বিধি ৮১ তে উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে উহা উদঘাটনের জন্য তৎবিবেচনায় উপযুক্ত কোন তদন্ত করাইতে বা ফৌজদারী মামলা দায়ের করিতে বা করাইতে পারিবে।

৮৬। **কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ**।—ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য ব্যতীত, আপাততঃ নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তি, কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে—

(ক) বিধি ৭২, বিধি ৭৪, বিধি ৭৫, বিধি ৭৬, বিধি ৭৭ এর উপ-বিধি (১) এবং বিধি ৭৮ এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে উক্ত কার্যবিধির অধীন কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন; এবং

(খ) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৯০ এর উপ-ধারা (১) এর যে কোন দফার অধীন অনুরূপ কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত কার্যবিধির সংক্ষিপ্ত বিচার সংক্রান্ত বিধানাবলী অনুযায়ী অনুরূপ কোন অপরাধ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে (Summary Trial) বিচার করিতে পারিবেন।

৮৭। **কতিপয় মামলা দায়েরের সময়সীমা**।—বিধি ৬৯, বিধি ৭০, বিধি ৭১, বিধি ৭২, বিধি ৭৩ এর অধীন কোন অপরাধের জন্য মামলা দায়ের করা যাইবে না, যদি না—

(ক) অপরাধটির সংঘটিত হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হয়; বা

(খ) সংঘটিত অপরাধ নির্বাচন সংক্রান্ত হইলে এবং নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল উক্ত অপরাধ সম্পর্কে কোন আদেশ প্রদান করিয়া থাকিলে, অনুরূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ

৮৮। **গাড়ী হুকুম দখলে সরকারের ক্ষমতা**।—(১) সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, কমিশন অনুরোধ করিলে, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোন ভোটকেন্দ্রে বা কেন্দ্র হইতে ব্যালট বাক্স বা অন্যান্য নির্বাচন সংক্রান্ত জিনিসপত্র বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কর্তব্য পালনে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে আনা-নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোন যানবাহন বা জলযান হুকুম দখল করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নির্বাচন সংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন যানবাহন বা জলযান এইরূপে হুকুম দখল করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন হুকুম দখলকৃত যাবাহন বা জলযানের মালিককে, সরকার বা যানবাহন বা জলযানটির হুকুম দখলকারী কর্মকর্তা, স্থানীয়ভাবে প্রচলিত ভাড়ার ভিত্তিতে উহার ভাড়া নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দ্বারা সংক্ষুব্ধ যানবাহন বা জলযানের মালিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করিলে সরকার, এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত সালিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

৮৯। **কতিপয় নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বদলী সংক্রান্ত**।—(১) বিধি ১০ এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর এবং কমিশন কর্তৃক বিধি ৪৩ এর অধীন নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার পর ১৫ (পনের) দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে, কমিশনের সহিত পরামর্শ ব্যতীত, বদলী করা যাইবে না ঃ—

(ক) ডেপুটি কমিশনার;

(খ) পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট;

(গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার; এবং

(ঘ) দফা (ক), (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত কর্মকর্তাগণের সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় কর্মরত অধঃস্তন কর্মকর্তা।

(২) কমিশন কোন ডেপুটি কমিশনার বা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা রিটার্নিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী কোন কর্মকর্তাকে বা তাহাদের অধঃস্তন কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের বাহিরে বদলী করা প্রয়োজন বলিয়া লিখিতভাবে অনুরোধ করিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মকর্তাগণকে তাৎক্ষণিকভাবে বদলী করিবে।

(৩) নির্বাচনের ফলাফল সরকারিভাবে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত বিধি ৮ এর অধীন প্রস্তুতকৃত কোন প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারকে, রিটার্নিং অফিসারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের বাহিরে বদলী করা যাইবে না।

৯০। **কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা**।—ভিন্নরূপ কোন বিধান ব্যতীত, কমিশন—

(ক) ভোটগ্রহণের দিন যে কোন অথবা সকল ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধসহ নির্বাচনের যে কোন পর্যায়ে সামগ্রিক নির্বাচন বন্ধ করিতে পারিবে, যদি উহার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনে বলপ্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন, ভোটকেন্দ্র অবৈধ দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই, ব্যালট পেপার ভর্তি ব্যালট বাক্স ছিনতাই, জোরপূর্বক অন্যের ভোট প্রদান, চাপ সৃষ্টিসহ বিধি বহির্ভূত বিভিন্ন অপকর্মের কারণে বা উহার বিবেচনায় অন্য যে কোন কারণে ন্যায়সংগত ও নিরপেক্ষভাবে এবং আইন অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করিতে সক্ষম হইবে না;

(খ) নির্বাচনের যে কোন পর্যায়ে যে কোন ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ করিতে পারিবে, যদি উহার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনে বল প্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন,চাপ সৃষ্টি, বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে ন্যায়সংগত ও নিরপেক্ষভাবে এবং আইন অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা নিশ্চিত করিতে সক্ষম হইবে না;

(গ) কোন ব্যালট পেপার বাতিল বা গ্রহণসহ, এই বিধিমালার অধীন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন নিরপেক্ষ, ন্যায়সংগত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য, উহার মতে, প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারী করিতে, ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৯১। **নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিয়োগে কমিশনের ক্ষমতা**।—(১) কমিশন দেশী বা বিদেশী এমন কোন ব্যক্তিকে লিখিতভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসাবে অনুমতি দিতে পারিবে, যিনি কোনভাবেই কোন রাজনৈতিক দল বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সহিত সংযুক্ত বা সম্পর্কিত নহেন এবং যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ, মতবাদ বা লক্ষ্যের প্রতি বা কোন রাজনৈতিক দল বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী ইস্তেহার, কর্মসূচী, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতির জন্য পরিচিত নহেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুমতিপ্রাপ্ত কোন নির্বাচন পর্যাবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসারে পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে, কোন ভোটকেন্দ্রের কাছে অবস্থান করিয়া বা প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতিক্রমে, কোন ভোটকক্ষ বা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া ভোট পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার কিংবা প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুমতিপ্রাপ্ত কোন পর্যবেক্ষক নিরপেক্ষ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উপযোগী নহে এইরূপ কোন কার্যকলাপকে প্রশ্রয় প্রদান করিতেছেন বা কোনভাবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বা নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাজে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহা হইলে উক্ত রিটার্নিং অফিসার কিংবা প্রিজাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষককে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচনী এলাকা বা ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (৩) এর অধীন গৃহীত যে কোন ব্যবস্থা অবিলম্বে কমিশনকে রিপোর্ট করিবেন।

(৫) কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষক ভোটের নিরপেক্ষতা, ভোটকেন্দ্রের ভিতরের ও বাহিরের পরিবেশ ও শৃংখলা, আইন ও বিধিমালা প্রতিপালন বা নির্বাচন সংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয়ে তাহার পর্যবেক্ষণের উপর কমিশন বা রিটার্নিং অফিসারের নিকট রিপোর্ট পেশ করিতে পারিবেন।

(৬) আইন ও এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন বা, ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসার, এই বিধিমালার অধীন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উহার নিকট পেশকৃত বা প্রেরিত অন্য কোন রিপোর্টের সহিত কোন বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষকের রিপোর্টও বিবেচনা করিতে পারিবে।

৯২। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।—(১) কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার কর্তৃক, বা তদ্‌কর্তৃত্বাধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, অথবা প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তের বৈধতার বিষয়ে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) আইন বা এই বিধিমালা অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য সরকার, কমিশন বা উহার কোন কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা রুজু বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৯৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এতদ্‌দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন) বিধিমালা, ১৯৮৩, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত বিধিমালার অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন এমনভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যেন উক্ত কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এই বিধিমালা বলবৎ ছিল।

.....ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন ফরম-ক পূরণের নির্দেশিকা

(১) প্রথম খণ্ড ঃ মনোনয়ন

১.১. প্রথম অংশ ঃ প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

১.২. দ্বিতীয় অংশ ঃ সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

১.৩ তৃতীয় অংশ ঃ মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(২) দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

(৩) তৃতীয় খণ্ড ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(৪) চতুর্থ খণ্ড ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(৫) পঞ্চম খণ্ড ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

সংযুক্তি হিসাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে

১. নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তির উৎস/উৎসসমূহ ও সম্ভাব্য ব্যয়ের বিবরণী।

২. সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৩. জামানতের টাকা জমাদানের ব্যাংক ড্রাফট/ট্রেজারী চালান/পে-অর্ডার/রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রশিদের কপি।

ক্রমিক নম্বর

তফসিল-১

ফরম–ক

[বিধি ১২ (৩) দ্রষ্টব্য]

চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা

প্রথম খণ্ড ঃ মনোনয়ন

প্রথম অংশ

(প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি,

(প্রস্তাবকারীর নাম)

ভোটার নম্বর

(প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর

(ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ওয়ার্ড নম্বর এতদ্দ্বারা

(প্রস্তাবকারীর ভোটার এলাকার নাম)

চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(ইউনিয়ন পরিষদের নাম)

(প্রার্থীর নাম)

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর এর নাম প্রস্তাব

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

করিতেছি।

(২) আমি এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

দ্বিতীয় অংশ

(সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, _____

(সমর্থনকারীর নাম)

ভোটার নম্বর _____

(সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর _____

(ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম _____ ওয়ার্ড নম্বর _____ এতদ্দ্বারা

(সমর্থনকারীর ভোটার এলাকার নাম)

_____ চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(ইউনিয়ন পরিষদের নাম)

_____

(প্রার্থীর নাম)

_____

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর _____ এর মনোনয়ন সমর্থন

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

করিতেছি।

(২) আমি এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি সমর্থনকারী বা প্রস্তাবকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখঃ _____ দিন _____ মাস _____ বৎসর _____

সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তৃতীয় অংশ

(মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণা)

আমি, _____

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম _____

(প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম)

মাতার নাম _____

(প্রার্থীর মাতার নাম)

ঠিকানা _____

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | | |

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর _____

(ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম _____ ওয়ার্ড নম্বর _____

(প্রার্থীর ভোটার এলাকার নাম)

(১) এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি—

(ক) উপরোক্ত মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৬(১) অনুযায়ী চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য;

(খ) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৬(২) অনুযায়ী চেয়ারম্যানরূপে নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার জন্য অযোগ্য নহি; এবং

(গ) একাধিক পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করি নাই।

(২) আমার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎস ও ব্যয়ের বিবরণী এতদ্সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৩) (ক) আমি আয়কর দাতা নহি _____।

অথবা

(খ) আমি আয়কর দাতা _____। আমার সম্পদ বিবরণী-সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি এতদ্সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৪) আমার পছন্দকৃত প্রতীকের নাম _____।

(৫) নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য আমার ব্যাংক একাউন্ট নম্বর _____, ব্যাংকের নাম _____, শাখার নাম _____।

(৬) বিধি ১৩(১) অনুসারে জমাকৃত টাকার ব্যাংক ড্রাফট/ট্রেজারী চালান/পে-অর্ডার/রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রসিদ এতদ্সংগে সংযুক্ত করিলাম।

তারিখ ঃ | | দিন | | মাস | | | | |

_____

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

প্রার্থীর ছবি

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

(এখানে প্রার্থীর এক কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি লাগাইতে হইবে)

১। প্রার্থীর নাম ঃ

২। পিতার নাম ঃ

৩। মাতার নাম ঃ

৪। স্বামী/স্ত্রীর নাম ঃ

৫। জন্ম তারিখ ঃ দিন মাস বৎসর

৬। বয়স ঃ বৎসর মাস দিন

৭। জন্মস্থান ঃ

(জেলার নাম)

৮। ঠিকানা ঃ

স্থায়ী	বর্তমান

৯। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ঃ

টেলিফোন নম্বর	
মোবাইল নম্বর	
ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে)	
ফ্যাক্স নম্বর (যদি থাকে)	

১০। লিঙ্গ (টিক ☑ চিহ্ন দিন) ঃ পুরুষ ☐ মহিলা ☐

১১। বৈবাহিক অবস্থা (টিক ☑ চিহ্ন দিন) ঃ অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা ☐

১২। পেশা ঃ

১৩। বর্তমান কর্মস্থলের নাম ও ঠিকানা ঃ

নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

১৪। স্বামী/স্ত্রীর পেশা ঃ

১৫। সন্তানাদি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

(সন্তানাদির সংখ্যা ও তাহাদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে পূরণ করিতে হইবে)

ক্রমিক নম্বর	সন্তানের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা ও কর্মস্থল / প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বৈবাহিক অবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬

(**বিঃ দ্রঃ** প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তৃতীয় খণ্ড

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মর্মে মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী

প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর নাম

কর্তৃক ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর তারিখ বেলা ☐☐ ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল

চতুর্থ খণ্ড

মনোনয়ন গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৪ এর বিধান অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষান্তে গ্রহণ/বাতিল করিলাম।

মনোনয়নপত্র বাতিলের ক্ষেত্রে কারণসমূহ

১।
২।
৩।

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল

পঞ্চম খণ্ড

প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক সংখ্যা [ ]

[ ] ইউনিয়ন পরিষদ হইতে চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য

প্রার্থী [ ] এর মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী কর্তৃক

[ ] দিন [ ] মাস [ ] বৎসর তারিখ বেলা [ ] ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র [ ] দিন [ ] মাস [ ] বৎসর

তারিখ বেলা [ ] ঘটিকায় [ ] এ বাছাই করা হইবে।

(স্থান)

তারিখ ঃ [ ] দিন [ ] মাস [ ] বৎসর

[ ]

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল

..... ইউনিয়ন পরিষদ ..... নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্যের নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন

ফরম ক-১ পূরণের নির্দেশিকা

(১) প্রথম খণ্ড ঃ মনোনয়ন

১.১. প্রথম অংশ ঃ প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

১.২. দ্বিতীয় অংশ ঃ সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

১.৩. তৃতীয় অংশ ঃ মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(২) দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

(৩) তৃতীয় খণ্ড ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(৪) চতুর্থ খণ্ড ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(৫) পঞ্চম খণ্ড ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

সংযুক্তি হিসাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে

১. নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তির উৎস/উৎসসমূহ ও সম্ভাব্য ব্যয়ের বিবরণী।

২. সম্পদ বিবরণী-সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৩. জামানতের টাকা জমাদানের ব্যাংক ড্রাফট/ট্রেজারী চালানের কপি/পে-অর্ডার/রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রসিদ।

ক্রমিক নম্বর

ফরম—ক-১

[বিধি ১২ (৩) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

ইউনিয়ন পরিষদ

সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নম্বর উপজেলা

প্রথম খণ্ড: মনোনয়ন

প্রথম অংশ

(প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি,

(প্রস্তাবকারীর নাম)

ভোটার নম্বর

(প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর

(ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ওয়ার্ড নম্বর এতদ্দ্বারা

(প্রস্তাবকারীর ভোটার এলাকার নাম)

ইউনিয়ন পরিষদের নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(ইউনিয়ন পরিষদের নাম)

(প্রার্থীর নাম)

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর এর নাম প্রস্তাব

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

করিতেছি।

(২) আমি এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

দ্বিতীয় অংশ

(সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, [ ]

(সমর্থনকারীর নাম)

ভোটার নম্বর [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর [ ]

(ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম [ ] ওয়ার্ড নম্বর [ ] এতদ্দ্বারা

(সমর্থনকারীর ভোটার এলাকার নাম)

[ ] ইউনিয়ন পরিষদের [ ] নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(ইউনিয়ন পরিষদের নাম)

[ ]

(প্রার্থীর নাম)

[ ]

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] এর মনোনয়ন সমর্থন

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

করিতেছি।

(২) আমি এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি সমর্থনকারী বা প্রস্তাবকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তৃতীয় অংশ

(মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণা)

আমি, _____

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম _____

(প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম)

মাতার নাম _____

(প্রার্থীর মাতার নাম)

ঠিকানা _____

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | |

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর _____

(ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম _____ ওয়ার্ড নম্বর ____

(প্রার্থীর ভোটার এলাকার নাম)

(১) এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি—

(ক) উপরোক্ত মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৬(১) অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য;

(খ) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৬(২) অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার জন্য অযোগ্য নই; এবং

(গ) একাধিক পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করি নাই।

(২) আমার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎস ও ব্যয়ের বিবরণী এতদ্সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৩) (ক) আমি আয়কর দাতা নহি ____।

অথবা

(খ) আমি আয়কর দাতা ____। আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি এতদ্সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৪) আমার পছন্দকৃত প্রতীকের নাম _____।

(৫) বিধি ১৩(১) অনুসারে জমাকৃত টাকার ব্যাংক ড্রাফট/ ট্রেজারী চালান/পে-অর্ডার/রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রসিদ এতদ্সংগে সংযুক্ত করিলাম।

তারিখ ঃ | | দিন | | মাস | | | | |

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

প্রার্থীর ছবি

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

(এখানে প্রার্থীর এক কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি লাগাইতে হইবে)

১। প্রার্থীর নাম ঃ

২। পিতার নাম ঃ

৩। মাতার নাম ঃ

৪। স্বামী/স্ত্রীর নাম ঃ

৫। জন্ম তারিখ ঃ দিন মাস বৎসর

৬। বয়স ঃ বৎসর মাস দিন

৭। জন্মস্থান ঃ

(জেলার নাম)

৮। ঠিকানা ঃ

স্থায়ী	বর্তমান

৯। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ঃ

টেলিফোন নম্বর	
মোবাইল নম্বর	
ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে)	
ফ্যাক্স নম্বর (যদি থাকে)	

১০। লিঙ্গ (টিক ☑ চিহ্ন দিন) ঃ পুরুষ ☐ মহিলা ☐

১১। বৈবাহিক অবস্থা (টিক ☑ চিহ্ন দিন) ঃ অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা ☐

১২। পেশা ঃ

১৩। বর্তমান কর্মস্থলের নাম ও ঠিকানা ঃ

নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

১৪। স্বামী/স্ত্রীর পেশা ঃ

১৫। সন্তানাদি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

(সন্তানাদির সংখ্যা ও তাহাদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে পূরণ করিতে হইবে)

ক্রমিক নম্বর	সন্তানের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা ও কর্মস্থল / প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বৈবাহিক অবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬

(**বিঃ দ্রঃ** প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

তারিখ ঃ দিন মাস বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তৃতীয় খণ্ড

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মর্মে মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী

প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর নাম

কর্তৃক ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর তারিখ বেলা ☐☐ ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল

চতুর্থ খণ্ড

মনোনয়ন গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৪ এর বিধান অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষান্তে গ্রহণ/বাতিল করিলাম।

মনোনয়নপত্র বাতিলের ক্ষেত্রে কারণসমূহ

১।
২।
৩।

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

☐

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল

পঞ্চম খণ্ড

প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক সংখ্যা [ ]

[ ] ইউনিয়ন পরিষদের [ ] নম্বর সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড হইতে সদস্য নির্বাচনের জন্য

প্রার্থী [ ]
(প্রার্থীর নাম)

এর মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী কর্তৃক [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর তারিখ বেলা [ ][ ] ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

তারিখ বেলা [ ][ ] ঘটিকায় [ ] এ বাছাই করা হইবে।
(স্থান)

তারিখ ঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

[ ]
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল

..... ইউনিয়ন পরিষদ.....নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন ফরম- ক-২ পূরণের নির্দেশিকা

(১) প্রথম খণ্ড ঃ মনোনয়ন

১.১. প্রথম অংশ ঃ প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

১.২. দ্বিতীয় অংশ ঃ সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

১.৩. তৃতীয় অংশ ঃ মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(২) দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

(৩) তৃতীয় খণ্ড ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(৪) চতুর্থ খণ্ড ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

(৫) পঞ্চম খণ্ড ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

সংযুক্তি হিসাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে

১. নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তির উৎস/উৎসসমূহ ও সম্ভাব্য ব্যয়ের বিবরণী।

২. সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৩. জামানতের টাকা জমাদানের ব্যাংক ড্রাফট/ট্রেজারী চালানের কপি/পে-অর্ডার/রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রসিদ।

ক্রমিক নম্বর

ফরম-ক–২

[বিধি ১২ (৩) দ্রষ্টব্য]

সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

ইউনিয়ন পরিষদ

সাধারণ আসনের ওয়ার্ড নম্বর উপজেলা

প্রথম খণ্ডঃ মনোনয়ন

প্রথম অংশ

(প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি,

(প্রস্তাবকারীর নাম)

ভোটার নম্বর

(প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর

(ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ওয়ার্ড নম্বর এতদ্দ্বারা

(প্রস্তাবকারীর ভোটার এলাকার নাম)

ইউনিয়ন পরিষদের নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(ইউনিয়ন পরিষদের নাম)

(প্রার্থীর নাম)

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর এর নাম প্রস্তাব

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

করিতেছি।

(২) আমি এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

দ্বিতীয় অংশ

(সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, [ ]

(সমর্থনকারীর নাম)

ভোটার নম্বর [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর [ ]

(ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম [ ] ওয়ার্ড নম্বর [ ] এতদ্দ্বারা

(সমর্থনকারীর ভোটার এলাকার নাম)

[ ] ইউনিয়ন পরিষদের [ ] নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(ইউনিয়ন পরিষদের নাম)

[ ]

(প্রার্থীর নাম)

[ ]

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] এর মনোনয়ন সমর্থন

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

করিতেছি।

(২) আমি এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি সমর্থনকারী বা প্রস্তাবকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তৃতীয় অংশ

(মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণা)

আমি, ☐

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম ☐

(প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম)

মাতার নাম ☐

(প্রার্থীর মাতার নাম)

ঠিকানা ☐

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর ☐

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর ☐

(ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ☐ ওয়ার্ড নম্বর ☐

(প্রার্থীর ভোটার এলাকার নাম)

(১) এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি—

(ক) উপরোক্ত মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৬(১) অনুযায়ী সাধারণ আসনের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য।

(খ) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৬(২) অনুযায়ী সাধারণ আসনের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার জন্য অযোগ্য নই; এবং

(গ) একাধিক পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করি নাই।

(২) আমি নির্ধারিত ফরমে হলফনামা মনোনয়নপত্রের সহিত সংযুক্ত করিলাম।

(৩) আমার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎস ও ব্যয়ের বিবরণী এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৪) (ক) আমি আয়কর দাতা নহি ☐।

অথবা

(খ) আমি আয়কর দাতা ☐। আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৫) আমার পছন্দকৃত প্রতীকের নাম ☐।

(৬) বিধি ১৩(১) অনুসারে জমাকৃত টাকার ব্যাংক ড্রাফট/ট্রেজারী চালান/পে-অর্ডার/রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রসিদ এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐

☐

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

প্রার্থীর ছবি

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

(এখানে প্রার্থীর এক কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি লাগাইতে হইবে)

১। প্রার্থীর নাম ঃ

২। পিতার নাম ঃ

৩। মাতার নাম ঃ

৪। স্বামী/স্ত্রীর নাম ঃ

৫। জন্ম তারিখ ঃ দিন মাস বৎসর

৬। বয়স ঃ বৎসর মাস দিন

৭। জন্মস্থান ঃ

(জেলার নাম)

৮। ঠিকানা ঃ

স্থায়ী	বর্তমান

৯। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ঃ

টেলিফোন নম্বর	
মোবাইল নম্বর	
ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে)	
ফ্যাক্স নম্বর (যদি থাকে)	

১০। লিঙ্গ (টিক ☑ চিহ্ন দিন) ঃ পুরুষ ☐ মহিলা ☐

১১। বৈবাহিক অবস্থা (টিক ☑ চিহ্ন দিন) ঃ অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা ☐

১২। পেশা ঃ

১৩। বর্তমান কর্মস্থলের নাম ও ঠিকানা ঃ

নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

১৪। স্বামী/স্ত্রীর পেশা ঃ

১৫। সন্তানাদি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

(সন্তানাদির সংখ্যা ও তাহাদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে পূরণ করিতে হইবে)

ক্রমিক নম্বর	সন্তানের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা ও কর্মস্থল/ প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বৈবাহিক অবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬

(**বিঃ দ্রঃ** প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

তারিখ ঃ দিন মাস বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তৃতীয় খণ্ড

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মর্মে মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী ☐

প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর নাম

কর্তৃক ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর তারিখ বেলা ☐☐ ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

☐

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল

চতুর্থ খণ্ড

মনোনয়ন গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৪ এর বিধান অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষান্তে গ্রহণ/বাতিল করিলাম।

মনোনয়নপত্র বাতিলের ক্ষেত্রে কারণসমূহ

১।
২।
৩।

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল

পঞ্চম খণ্ড

প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক সংখ্যা [ ]

[ ] ইউনিয়ন পরিষদের [ ] নম্বর সাধারণ ওয়ার্ড হইতে সদস্য নির্বাচনের জন্য

প্রার্থী [ ]
(প্রার্থীর নাম)

এর মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী কর্তৃক [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর তারিখ বেলা [ ][ ] ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

তারিখ বেলা [ ][ ] ঘটিকায় [ ] এ বাছাই করা হইবে।
(স্থান)

তারিখ ঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

[ ]
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল

ফরম-খ

[বিধি ১৩ (৩) দ্রষ্টব্য]

(জামানত বহির ফরম)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	মনোনয়ন পত্রের ক্রমিক সংখ্যা	জমাকৃত টাকার পরিমাণ	ব্যাংক ড্রাফট বা ট্রেজারী চালান বা পে-অর্ডার বা রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রসিদের নম্বর এবং টাকা জমাদানের তারিখ	রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭